

Most respectfully Presented

TO

HER HIGHNESS THE MAHARANI
OF KUCH BEHAR

IN RECOGNITION OF THE

DEEP AND KIND INTEREST FOR THE

PROGRESS OF

SANSKRIT AND BENGALI LANGUAGE



कविताकोरकम्

(वङ्गानुवादसहितम्)

धुवड़ी-हाइ-स्कूल-शिचकान्यतमेन

श्रीअविनाशचन्द्र-चक्रवर्तिना

प्रणीतम्

कलिकाताराजधान्यां

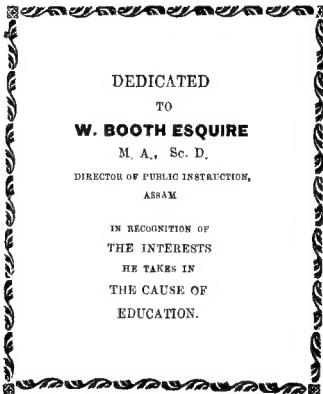
गिरिश-विद्यारत्न-वर्त्मस्थ-चतुर्विंश-संख्यक-सप्तमि

गिरिश-विद्यारत्न-यन्त्रे

श्रीशशिभूषण-भट्टाचार्येण सुद्रितं प्रकाशितञ्च

१८००

मूल्यम्—१०० आनकषट्कम् ।



DEDICATED
TO
W. BOOTH ESQUIRE
M. A., Sc. D.

DIRECTOR OF PUBLIC INSTRUCTION,
ASSAM

IN RECOGNITION OF
THE INTERESTS
HE TAKES IN
THE CAUSE OF
EDUCATION.

বিজ্ঞাপন ।

সংস্কৃত অমৃতনিষ্যন্দিনী অমিতশক্তিশালিনী দেব-
ভাষা হইলেও কালের সর্বসংহারিণী শক্তির নিকট
আজ পরাজিত। সংস্কৃত আজ মৃত-ভাষা, অনাদৃত,
উপেক্ষিত। আজ কাল এই ভাষায় কবিতা লিখিয়া
গ্রন্থাকারে সাধারণের নিকট প্রকাশ করা নিতান্ত
দুঃসাহসের কার্য, বিড়ম্বনা মাত্র। তবে এ রূথা
চেষ্টা কেন ? মনোবেগ-নিবৃত্তিই ইহার প্রধান কারণ।
তবে এইটুকু বলা বোধ হয় আবশ্যক যে, ধুবড়ি
ইংরাজি বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুস্তকবিতরণ উপলক্ষে
সভাস্থলে ছাত্রগণের আবৃত্তির নিমিত্ত সমযোগ্যোগী
গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি পাঁচটা ঋতু-সম্বন্ধে অতি সজ্জেকপে
কয়েকটা সংস্কৃত শ্লোক রচনা করি। তৎপরে 'পিতৃ-
স্তবার্থকম্,' 'মাতৃস্তবার্থকম্,' 'যুব' শীর্ষক কবিতাগুলি
রচনা করিয়া তৎসমুদায়ের পদ্যানুবাদ করি। অত্রত্য
কতিপয় বন্ধু নির্বন্ধসহকারে উহা প্রকাশ করিতে
অনুরোধ করেন। ইহাই অন্ততর কারণ।

পরিশেষে আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি
 যে, কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃত-ধ্যাপক
 শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন মহোদয় অনুরোধপূর্বক
 পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত হইবার পূর্বে আদ্যোপান্ত দেখিয়া
 দিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিবর্তনও
 করিয়াছেন। তজ্জন্ত তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে
 আবদ্ধ রহিলাম। ইতি

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র শর্মা।



গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক ।

প্রবন্ধকলাপম্	মূল্য ১০
কলাপ-দীপিকা (ব্যাখ্যাপুস্তক)	” ৫০
নব-ব্যাকরণ	” ১/০

‘প্রবন্ধকলাপম্’ সম্বন্ধে মত ।

মহাশয়,

আপনার প্রণীত “প্রবন্ধকলাপম্” নামক পুস্তকখানি আমি আদ্যোপান্ত পরিদর্শন করিলাম। এখানি আপনি হাই স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্যরূপে মনোনীত করিয়াছেন। তাহা উপযুক্তই হইয়াছে। কারণ ৬ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্কলিত ঋজুপাঠ প্রথম ভাগ প্রায় সর্বত্র চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে। তৃতীয় শ্রেণীর পুস্তকখানি উক্ত ঋজুপাঠ অপেক্ষা কিঞ্চিদংশে কঠিন হওয়া উচিত এবং প্রবেশিকা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ সহজ হওয়া চাই। আপনার “প্রবন্ধকলাপম্” ঠিক তদনুযায়ী হইয়াছে। ইহাতে সম্ভবিষ্ট বিষয়গুলি নীতি-শিক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ভাষা সর্বত্র প্রায় প্রাঞ্জল হইয়াছে। সংস্কৃতপাঠ দ্বিতীয় ভাগে সঙ্কলিত-বিষয়গুলির মধ্যে আপনি অনেকগুলি ইহাতে সংগৃহীত করিয়াছেন দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম; কারণ “বীরবরোপাখ্যানম্,” “হরিশ্চন্দ্রো-

পাঠ্যানম্,” “মোহমুগ্ধরঃ” এই কয়েকটা বিষয় অতিশয়
উপাদেয়। বিষয়-নির্বাচনে আপনি বিস্তৃত রুচির পরিচয়
দিয়াছেন। এক্ষণে আশা করি, আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক।
ইতি

প্রেসিডেন্সি কলেজ }
২৯-১১-২৩

শ্রীহরিচন্দ্র কবিরত্ন
সহকারী সংস্কৃত-ধ্যাপক।

মহাশয়,

আপনার প্রবন্ধকলাপ পুস্তকের স্থানে স্থানে পাঠ করি-
লাম। পুস্তকের রচনা সরল হইয়াছে। আমার পঠিত স্থানে
একরূপ দৃষ্ট হইল না বাহা বাগকদিগের ভ্রুর্ভোধ্য।
আমি অসুস্থ বলিয়া বিস্তারিত সমালোচনা বা সমগ্র পুস্তক
পাঠ করিতে পারিলাম না। ক্ষমা করিবেন।

সংস্কৃত কলেজ }
১৫ই অগ্রহায়ণ

শ্রীচন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার।

My dear sir,

I have had time to look at your book
and am glad to say.....that the compilation
is well-selected and will be useful to students who

prepare themselves for the University Entrance examination.

Presidency }
College }

NILMANI MUKERJEA.

‘নবব্যাকরণ’ সম্বন্ধে মত ।

নব্যভারত

চৈত্র ১৩০৪ ।

প্রস্তুতকারক বলেন,—“ছাত্রগণ ব্যাকরণের সূত্রগুলি অধিকাংশ স্থলেই না বুঝিয়া কণ্ঠস্থ করে; ইহা নিতান্ত দুঃখীয়, সন্দেহ নাই। তন্নিরাকরণমানসে বালকবালিকাদিগের অনায়াসবোধ্য অতি সরল ভাষায় ব্যাকরণের দাবতীয় অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়-গুলি বিশদরূপে বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছি এবং বহুসংখ্যক প্রশ্ন প্রদান করিয়াছি”। স্কুলের শিক্ষকতা-কার্য্যে ব্যাপ্ত থাকায়, অবিনাশ বাবু, বালকদিগের অভাব বিশেষরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়াই এই পুস্তক লিখিয়াছেন। পাঠ করিয়া দেখিলাম, তাঁহার উপরোক্ত মন্তব্যের প্রতিকথা মত। এত সরল করিয়া, এত অল্প কথায় ব্যাকরণের সমস্ত কথা লেখা যায়, পূর্বে ধারণা ছিল না। এই পুস্তকখানি এত স্নন্দয় হইয়াছে যে, আমাদের মনে হয়, অনেক ব্যাকরণকে স্নান

করিবে। নিরপেক্ষ স্কুলের কর্তৃপক্ষদিগের চক্ষে এ পুস্তক পড়িলে যে তাঁহারা ইহার আদর করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সঞ্জীবনী

১২শে মাঘ, সন ১৩০৬।

ইংরাজী ব্যাকরণের অমুকরণে অবিনাশ বাবু তাঁহার নব্য-ব্যাকরণে অভিনব প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। বালক-বাণিকারা যাহাতে ব্যাকরণ সহজে শিখিতে পারে, তৎপক্ষে তিনি চেষ্টা করিয়াছেন।

AMRITA BAZAR

20th May, 1899.

We have received a copy of Navabyakaran, a new Bengali Grammar for schools and Pathshalas, and are glad to say that the work is eminently suited to the purpose. The exercises given at the end of every lesson will be found very useful.

‘কবিতাকোরকম্’ সম্বন্ধে মত ।

✓

কলিকাতা

৫১, স্কটিয়াস্ট্রীট,

৫ই ফাল্গুন, ১৩০৬ সাল ।

অবিনাশ বাবু,

আপনার প্রণীত “কবিতাকোরকম্” নামক গ্রন্থখানি আমি আন্তোপাস্ত পাঠ করিয়াছি। ইহাতে “পিতৃস্তবাকম্,” “মাতৃস্তবাকম্,” হেমস্ত ব্যতীত অন্যান্য ঋতু এবং “যুবা” এই কয়েকটা প্রস্তাব সম্মিবেশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে লিখিত সংস্কৃত শ্লোকগুলি রচনা করিবার কারণ আপনি বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্লোকগুলির রচনা অতি সু-ললিত হইয়াছে ; বিশেষতঃ অন্তে মিত্রাকর দেওয়াতে আরও শ্রুতিমধুর হইয়া উঠিয়াছে। যুবাব ভাব-নিচরে অনেক বুদ্ধেরও জ্ঞানোদয় হইবার সম্ভাবনা। গ্রন্থখানিকে সুখবোধ্য করিবার উদ্দেশে আপনি শেষে কবিতাগুলির পদ্যে বঙ্গানুবাদ দিয়াছেন ; সেগুলিও সুন্দর হইয়াছে। এবং যে যে স্থলে সংস্কৃত শ্লোকগুলির ভাব কিছু হ্রস্ব হইয়াছে, সেই সকল স্থলে বঙ্গানুবাদ বিশেষ আনুকূল্য সম্পাদন করিয়াছে। কলতঃ

আপনার গ্রন্থানি পাঠ করিলে সন্দেহমাত্রেই অতিশয় আনন্দ
অনুভব করিবেন সন্দেহ নাই। ইতি

আপনার

শ্রীহরিশচন্দ্র শর্মা (কবিরত্ন)

সংস্কৃতভাষ্যাপক,

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ।

বিক্রমপুরজলপদনিবাসিনা শ্রীযুতা শ্রীবিলাসচন্দ্র-অক্ষবর্ষিণা
কবিতাকীরকলামধিয়ং যত্ সঙ্কল্যকাব্যং রচিতং, তত্ সরসসরসপদপ্রসাধ-
সমম্বিতং প্রসাদগুণযুক্তম্ ; তদ্বদা কস্য ন আনন্দসন্দোহো জায়তে ?
পরমার্থতঃ পুস্তকমিদমাখ্যোপানং পঠিত্বা অজ্ঞানম্ অনির্বচনীয়
প্রীতির্জায়াত। ধুবড়ী-ইরেজীবিদ্যালয়স্য শ্রুতবহিষ্যারিণা বার্ষিকপারি-
তীথিকবিতরণসংসদি কতিপয়বৎসরং যাবত্ এতৎপুস্তকানননং দ্বি-
জতুবর্ণনং সমবেতৈশ্চাৰ্যৈঃ সমস্বরেণ প্রণীতমাসীত্। তন্নি শ্রীচন্দ্রস্য
অবশ্যসুখদং অশ্বখাদাশ্বদস্য বভূব। আশাশ্রয়ী সঙ্কদয়াঃ সুখিয়ঃ
এতৎপঠনে সন্তোষপাঠসুখমনুভবিস্মরীতি।

ধুবড়ী
১৬ মাঘ: ১৯০৬

শ্রীমোহিনীমোহনশর্মাণ্যো

বিদ্যালঙ্কারাঃ

ধুবড়ী হার স্কুল-প্রধান-পাঠিতাঃ।

कविताकोरकम् ।



पितृस्तवाष्टकम्^१ ।

अतिदुर्लभमुत्तममप्यलभे
यदनुग्रहतो नरजन्म भवे ।
शिरसा वचसा मनसा सततं
तमहं पितरं प्रणमामि हितम् ॥ १ ॥
चरतीह तनूतकरेष चलः
पटुयौवनपुष्प उपाधिफलः^२ ।
मम यत्प्रभवः सुषमोऽवहितं
तमहं पितरं प्रणमामि हितम् ॥ २ ॥
उपदेशशतैश्च हितैः सततं
सदृशं वहता निजसञ्चरितम् ।
मम येन चिरं चरितं घटितं
तमहं पितरं प्रणमामि हितम् ॥ ३ ॥

१ । वृत्तमत्र तोटकम् । तल्लक्षणं यथा—वद तोटकमभिसकारयुतम् ।

२ । उपाधिफलः—उपाधिः उन्नतिः एव फलं यस्य सः ।

शिवकल्पमकल्पितकल्पतरुं
 मम पूज्यतमं परमं च गुरुम् ।
 स्वत एव यतश्च हितं विहितं
 तमहं पितरं प्रणमामि हितम् ॥ ४ ॥

मम जीवननिर्वृतिभावनया
 विनयोन्नतिमङ्गलसाधनया ।
 निजजीवितमेव यतः क्षपितं
 तमहं पितरं प्रणमामि हितम् ॥ ५ ॥

निगमस्य यथार्थवरेण्यगणैः
 शिरःधार्म्यमवशमुपास्यधनैः ।
 खलु यस्य मयाच्युतवाण्यमृतं
 तमहं पितरं प्रणमामि हितम् ॥ ६ ॥

मृदुजीवनकीमलधर्ममतः
 मम येन च कारितमाचरतः ।
 चिरबन्धुबधूमिलनं ललितं
 तमहं पितरं प्रणमामि हितम् ॥ ७ ॥

प्रियकर्म्म विधेयमिहास्य सतः
समुपास्यसुरस्य च मूर्त्तिमतः ।
चरणार्चनमुष्णकरः सततं
तमहं पितरं प्रणमामि हितम् ॥ ८ ॥

मातृस्तवाष्टकम् ।

वन्द्यं मे मङ्गलनिकरकरं
मन्दस्त्रालं हृदयमलहरम् ।
सानन्दं सुन्दरतमममलं
वन्दे मातस्तव पदकमलम् ॥ १ ॥

प्रत्यक्षं नन्दनवनकुसुमं
मन्दारादेकत बहुसुषमम् ।
पुष्पामोदं विमलपरिमलं
वन्दे मातस्तव पदकमलम् ॥ २ ॥

ध्यात्वा ध्यात्वा प्रणिहितमनसा
 धृत्वा धृत्वा सुविनतशिरसा ।
 बद्धा बद्धा करतलयुगलं
 वन्दे मातस्तव पदकमलम् ॥ ३ ॥

देवीमूर्त्ते नियतमनुपमे
 याचे हृन्मन्दिरमधिवस मे ।
 कृत्वान्तर्भक्तिसलिलतरलं,
 वन्दे मातस्तव पदकमलम् ॥ ४ ॥

कारुण्योक्तस्तव खलु हृदयं
 धारापूर्णं वह्निरमृतमयम् ।
 बाण्येऽभूद्यन्मम शरणमलं
 वन्दे मातस्तव पदकमलम् ॥ ५ ॥

त्वं मे स्वर्गस्वमसि मम गुरु-
 स्त्वं मे धर्मस्वमिह सुखतरुः ।
 सर्व्वस्वं मे भव-मरु-सलिलं
 वन्दे मातस्तव पदकमलम् ॥ ६ ॥

स्वार्थं तेऽन्तःकरणगुणचयं
 कान्तं संक्रामय मयि सदयम् ।
 देहि त्वं दुर्बलहृदि च बलं
 वन्दे मातस्तव पदकमलम् ॥ ७ ॥
 कष्टं सोढुं किमिव मम कृते
 निःस्वार्थं सन्ततहितनिरते ।
 स्मृत्वा चित्तं भवति हि विकलं
 वन्दे मातस्तव पदकमलम् ॥ ८ ॥

श्रीशः ।

नवमतिमञ्जु पयोधरपुष्पं
 नवमतिमञ्जु वयोदलशष्पम् ।
 इह च जनः किल मञ्जुलतर्षः
 शुचिरिति वैति नवीकृतवर्षः ॥ १ ॥

१ । नवं हि पयोधरपुष्पादिकं सुन्दरं, नूनमतः सर्वमेव नवं सुन्दरं, जनश्रेष्ठ सर्व एव सौन्दर्यप्रिय इत्येवं मन्त्रमान इव निदाकर्तु-
 र्भोक्तानां मनोरञ्जनार्थं पुरातनं वर्षं नवीकृत्य एति इत्यर्थः । इतमत्र
 तामरसम् । इह वद तामरसं स ज-वा यः ।

खरतरसौरकरक्रियमाण-
 सकमलराजिसरोरसमानः ।
 अतिशयभीततिरोहितवर्षः
 शुचिरयमेति नवीकृतवर्षः ॥ २ ॥
 रविवसुतापितपल्लवमस्त-
 नं विचलितो जलधिर्न च तान्तः ।
 इत इव दर्शितनीचनिकर्षः
 शुचिरयमेति नवीकृतवर्षः ॥ ३ ॥
 ज्वलयति सत्त्वसमाकुलदावं
 निजकुलभस्म विभीषणरावम् ।
 तरुनिकरः सपरस्परवर्षः
 शुचिरयमेति नवीकृतवर्षः ॥ ४ ॥
 विहितमरुत्समलं प्रतिमध्य-
 न्दिनतपनेन तपोवनमेध्यम् ।
 पशुरिह निर्भयवैरसमर्षः^१
 शुचिरयमेति नवीकृतवर्षः ॥ ५ ॥

१ । निर्भयवैरसमर्षः—निर्भयः सः भयं वैरं च यस्मात् स निर्भयवैरः
 स चास्ती समर्षवेति ।

महरतिभीषणमूर्तिरपारः
खल इव किं-सिकतातुलसारः१ ।
अविरलबान्तहलाहलवर्षः
शुचिरयमेति नवीकृतवर्षः ॥ ६ ॥

परिणतसुन्दरजम्बुरसालः
सरसमनोहरकण्टकितालः ।
वननिवहः सफलोऽद्य सहर्षः
शुचिरयमेति नवीकृतवर्षः ॥ ७ ॥

गतमधुयौवनपुष्पितकार्यम्
अधिगततुल्यफलं कृतकार्यम् ।
जगदधुनेति समुद्गतहर्षः
शुचिरयमेति नवीकृतवर्षः ॥ ८ ॥

१ । किं-सिकतातुलसारः—सिकताः इव किं कुक्षितम् अतुलं
विपुलं सारं धनं यस्य स इति खलपक्षे । मरुपक्षे तु किं कुक्षिताः
सिकताः एव अतुलः अनितः सारो यस्य स इति ।

२ । गतमधुयौवनपुष्पितकार्यम्—गतं मधुः कसलः एव यौवनं
यस्मिन् पुष्पितं पुष्पमयं कार्यं यस्य तत् ।

विकसितकोमलकोरकजाले
ललितरुचिर्दिवसोऽन्तिमकाले ।
हरति मनः सुमनः-परिमर्शः^१
शुचिरयमेति नवीकृतवर्षः ॥ ९ ॥

नदति विहङ्गगणोऽमृतवर्षं
कृतकवनं^२ मधुवर्षं सहर्षम् ।
किरति सुधाञ्च शशो शुभदर्शः
शुचिरयमेति नवीकृतवर्षः ॥ १० ॥

भ्रातः !

अमृतसमानं विभुगुणगानं
कुरु धृततानं सहृदयदानम् ।
परिहर कामं रिपुमभिरामं
भज शिवरामं विधिमविरामम्^३ ॥ ११ ॥

१ । सुमनः-परिमर्शः—सुमनोभिः कुसुमैः परिमर्शः सम्पर्को यस्य सः । दिवसः इत्यस्य विशेषणम् ।

२ । कृतकवनम्—कृत्रिमवनम्, उपवनम् इति यावत् ।

३ । धृतमत्र कुसुमविधिना । न-य-सहितौ नौ कुसुमविधिना ।

वृषाः^१ ।

जलदोऽम्बु वर्षति रुचन्ति च भेका
भटिका वहन्ति निपतन्ति च वृक्षाः ।

चपला च खिलति विभेति च बालः

समुपस्थितोऽयमधुनाम्बुदकालः ॥ १ ॥

अतिलुप्तदर्शनरवीन्दुरजस्रं

चरतीह तोयमिव दिग्बनितास्रम् ।

करकाशताशनिनिपातकरालः

समुपस्थितोऽयमधुनाम्बुदकालः ॥ २ ॥

नववारिवर्षणमवाप्य कृतार्थः

शतशो नदीः सृजति भूतहितार्थः ।

धरणीधरो विधृतवारिदमालः

समुपस्थितोऽयमधुनाम्बुदकालः ॥ ३ ॥

धिरपीयमाननवनीरदनीलं

गगनं हि नेत्रयुगलैरवलीलम् ।

विचरन्ति चातकगणाश्च रसालः

समुपस्थितोऽयमधुनाम्बुदकालः ॥ ४ ॥

१ । इतमव कलहंसः । सजसाः सगी च कथितः कलहंसः ।

कलकण्ठचातककुर्वं न-विनीतं
 लयतानमुत्तलक्षितं किल गीतम् ।
 कुर्वते सदा द्रवितयाचकीपालः
 समुपस्थितोऽयमधुनाम्बुदकालः ॥ ५ ॥ •
 जलदान्तिकेषु विहरन्ति बलाकाः
 ललु लल्ल-नन्दन-मनोहर-नाकाः^१ ।
 अचलाङ्गयोभिहिमसुन्दरमास-
 मधुनागतो हि मधुराम्बुदकालः ॥ ६ ॥
 कलधौतरेखनिकषोपलभाति-
 विंलसत्तङ्गिह्वन इव प्रतिभाति ।
 सरमाख्यहेमलतकण्ठतमासः^२
 समुपस्थितोऽयमधुनाम्बुदकालः ॥ ७ ॥

१ । लल्ल-नन्दन-मनोहर-नाकाः—लल्लः बन्धुव बन्दनकाननेन मनोहरः नाकः बाघां ताः ।

२ । सरमाख्यहेमलतकण्ठतमासः—रमा श्रीमा तथा चाख्या पुत्रा हेमलता तथा लक्ष्मिः सरमाख्यहेमलतः, कण्ठश्च कामवर्धश्च तमासः । सुधासुधवर्धश्चमासश्चतुर्गिरि विखलनङ्गिह्वनः प्रतिभाति इत्यर्थः । यत्न रमा कपोः का चाख्यहेमलता लक्ष्मिनादिषु वर्धयता इव तथा

मुरजध्वनि ध्वनति खे विचरिणी
शिखिनीह कृत्वति मुदा स्नानयित्री ।

हसतीव नीध इति पुष्पितभासः

• समुपस्थितोऽयमधुनाम्बुदकासः ॥ ८ ॥

सुरराजचाप इति यहिवि दृष्टं

शिखिपुच्छमालिखितमस्त्रि विचित्रम् ।

निदेशैरवाप्य फलकं सुविशाल-

मधुनागंतो हि मधुराम्बुदकासः ॥ ९ ॥

शरत् ।

घनानम्बराहारिणिकान् सारयन्ती^१

प्रसादेन चाग्राः^२ समुक्तासयन्तो ।

दिशन्ती च रूपं भुवे लोभनीयं

समायाति नूनं शरत्सुन्दरीयम् ॥ १ ॥

सहितः सरमाब्जहिनस्तः जलः सधुनन्दनः स तमाच इव । विमुह्यन्मा
रमसा रममाचः तमाचकचः जल इव विचसतकिङ्कनः प्रतिभाति प्रसवेः ।

१ । सारयन्ती—अपसारयन्ती । इत्यनेन सुवज्रमवातम् । मुनस-
प्रवाते चतुर्भिर्वैश्वरैः । २ । आग्राः—दिक्पट्टम् ।

समालोकयन्ती सरोऽब्जे सहासं
 समं लोकचित्तारविन्दे विकासम् ।
 समन्ताच्च पद्मं प्रफुल्लं स्थलीयं
 समायाति नूनं शरत्सुन्दरीयम् ॥ २ ॥

शनैः सैकतश्रीणिविम्बेः पृथुत्वं
 गतौ यान्ति मान्द्यञ्च मध्येः तनुत्वम् ।
 तटिन्धोऽङ्गना यौवने वेक्षणीयं
 समायाति दृष्ट्वा शरत्सुन्दरीयम् ॥ ३ ॥

सितानम्बुसृग्म्याः प्रियाश्चाम्बुवाहाः
 प्रसन्नाल्पनीराश्च नद्यो निरीहाः ।
 सतीशैः समत्वे सदा वर्त्तनीयं
 समेति प्रमान्ती शरत्सुन्दरीयम् ॥ ४ ॥

१ । सैकतश्रीणिविम्बे—सैकतवत् विपुले श्रीणिविम्बे इति
 अङ्गनापद्ये । तटिनीपद्ये तु सैकतम् एव श्रीणिविम्बं तज्जितम् इति ।

२ । मध्ये—कटिदेशे इति अङ्गनापद्ये । दयोः पुलिनयोः तट-
 सैकतयोर्वा इति तटिनीपद्ये ।

३ । ईक्षणीयं—दर्शनीयम् । वा इव । एवमन्यथापि ।

घनाम्बुस्रुतिस्रातपूर्वा वराङ्गं

विपङ्गं मही पङ्कजामोदसङ्गम् ।

अलं बभ्रुजैवैः करोति स्वकीर्यं

समायाति दृष्ट्वा शरत्सुन्दरीयम् ॥ ५ ॥

गतैश्चामरत्वं प्रसूनप्रकाशैः

सुमन्दानिलान्दोलितानम्रकाशैः ।

करोतीव या वीजनं प्रीणनीयं

समायाति दृष्ट्वा शरत्सुन्दरीयम् ॥ ६ ॥

विनैवोपयोगं न किञ्चित्प्रशस्यम्

इतीवाखिलं कुर्वती शालिशस्यम् ।

विपाकेन रम्यं क्षयेरर्हनीयं

समायाति नूनं शरत्सुन्दरीयम् ॥ ७ ॥

विपत्तेजसां गौरवायेति सत्यं

किरन् चन्द्रिकाजालमाह्लादमूर्त्तम् १ ।

शशी भाति यन्मेघमुक्तोऽद्वितीयं

समायाति दिष्ट्वा शरत्सुन्दरीयम् ॥ ८ ॥

१ । प्रसूनप्रकाशैः—विकसितकुसुमैः, काशैः इत्यस्य विशेषणम् ।
काशैः—काशप्रभैः । या मही ।

२ । आह्लादमूर्त्तम्—आह्लादमूर्त्तिम् । भावे क्तः ।

गतं चारु वामा विनेतुं यतन्ते
 मयूराश्च मञ्जु स्वनं नो द्रियन्ते ।
 न वेतीव हंसाः पदं कौ सदीयं
 क्षिपन्त्येति नूनं शरक्षुन्दरीयम् ॥ ८ ॥

नभो निर्मलं व्यक्ततारावितानं
 क्षिराक्षन्द्रपादैरलं शोभमानम् ।
 कुमुदक्षरो वा निशि प्रेक्षणीयं
 समायाति दृष्ट्वा शरक्षुन्दरीयम् ॥ १० ॥

सरोजालयाजेक्षणापीयमानं
 सुवन्ति प्रभातेषु तेजःप्रधानम् ।
 शृगा वन्दिनो हारिगीतैश्च कान्तं
 हरिः श्रोति नूनं शरक्षुन्दरीयम् ॥ ११ ॥

१ । शृगाः पक्षिणी वन्दिन इव सुतिपाठका इव प्रभातेषु हारि-
 गीतैः मनोहरवागैः हरिं शृण्वन् सुवन्ति । शृण्वन् किञ्चित् १ । सरोजा-
 लयाजेक्षणापीयमानम्—सरोजालयः सरोवरसकल वनानि यवानि एव
 ईक्षन्ति चक्षुर्नि तैरापीयमानम् । पुनः किञ्चित् २ । तेजःप्रधानम्—
 शोभितकपराद्यनां स्वर्णप्रधानम् । शृणीषि किञ्चित् ३ । कान्तम्—

दिवी देवकुञ्जादिदानीच्च नीनः१
 किलैवं हि मर्त्ती मनोरञ्जनो नः ।
 नमामस्तस्मींश्च जगद्वन्दनीयम्
 अहो येन सृष्टा शरत्कुन्दरीयम् ॥ १२ ॥

शीतः२ ।

विगते वयसि प्रथमे शिथिल-
 स्तनुकान्तिगुणो भवति क्रमशः ।
 प्रसवस्तदतः खलने हि रतः
 शिशिरः समुपागत एव यतः ॥ १ ॥

कमनीयम् । प्रभातसूर्यो हि कमनीयकान्तिः । यथा—सुखा शीत-
 चारिणी वैश्विनः अमरवन्दिन एवैवः इति विष्णुं कुर्वति । विष्णुं
 किञ्चित् ? सतीमात्राया एवात्राया शशीः तस्याः अक्षयिणी पद्मनेत्र
 आपीवमानं सद्यः दृश्यमानम् । वनःप्रधानम्—वनशिलां प्रधानम् ।
 कान्तम्—दृश्यम् ।

१ । शीतः—न कमः ।

२ । उपलब्ध शीतम् । अथर्वं पूर्णं प्राक् ।

तरवो विगलत्कुसुमच्छदना-
 सुलयन्ति तपःकशसंहननान् १ ।
 विजहद्विषयानभिखं जहतः
 शिशिरः समुपागत एष यतः ॥ २ ॥
 महिमा परमः प्रकृतेर्हिमवान्
 धवलो धवलः क इवातिमहान् ।
 इह मे तनुवाग्विभवो विहतः
 शिशिरः समुपागत एष यतः ॥ ३ ॥
 धनदानुगृहीतहरिप्रियया
 मिलितुन्स्वरते तपनश्च तथा ।
 सुखमुच्छसितं मिहिकाच्छलतः
 शिशिरः समुपागत एष यतः ॥ ४ ॥
 जनसेव्य इतीव शशी न सदा-
 ऽधिगुर्वनिताशुमुखी क्षणदा ।
 अभिषिञ्चति गां तुहिनच्छलतः
 शिशिरः समुपागत एष यतः ॥ ५ ॥

मलिनच्छविरर्क उषाः च ततः

समवेदनया विकलीभवतः ।

विरुतान्मधुरादविकिरो विरतः

शिशिरः समुपागत एष यतः ॥ ६ ॥

तमःसाररसातलमेव गतिः

खलु मेऽतिखलस्व फणीतिमतिः ।

अयते शुषिरं शिरसावनतः

शिशिरः समुपागत एष यतः ॥ ७ ॥

रुचिरौ न शुचाविव वार्थनिलौ

विषमौ न च तावपि रव्यनिलौ ।

प्रियताप्रियते चरिताद्भवतः

शिशिरः समुपागत एष यतः ॥ ८ ॥

१ । उल्लोकारुक्त उषाशब्दोऽपि दृश्यते ।

२ । अवनतगन्धप्रयोगोऽपि दृश्यते ।

३ । विषमी अप्रियी ।

अधुनास्तदायुरग्निपशुसः^१

सुखं दुःखकुहासिबिबर्णमुसः^२ ।

स्यविरो दिवसः समतार्क्ष्यं गतः

शिशिरः समुपागत एव यतः ॥ ८ ॥

—

वसन्तः ।

राजन्त्यपूर्वा त्रियमाश्रयन्तः

प्रवालपुष्पैस्तारवो वसन्तः ।

छातान्तकल्पो हि हिमो गतोऽन्तं

दृष्ट्वागतं सन्तमघो वसन्तम् ॥ १ ॥

१ । अग्निपशुसः—अग्निं पशुमिति सुखं वक्ष्यते । अश्वस्य सुखस्यैव अस्त्विति इति भावः, इति स्यविरपथे । दिवसपथे तु न त्रिषु अश्वसु सुखः सुखकरः इति । प्रदीपः प्राप्तिर न रमणीय इति भावः ।

२ । दुःखकुहासिबिबर्णमुसः—कुहा कुलभटिका तस्याः कासिः श्रेष्ठी कुहासिः । दुःखं कुहासिरिव तस्या विषये सुखं भवति वक्ष्यते इति स्यविरपथे । दुःखः दुःखदायिका अश्रीतिकरा इति वाच्यं कुहासिः तस्या विषये भविष्यं सुखं भवति भवितुमीति वक्ष्यते इति दिवसपथे ।

वहन्ति वाता मलयान् मन्दं
मन्दं समन्तात् सुमनः-सुगन्धम् ।
पद्मानुसूतः सुतरां किरन्तः
समागतोऽयं सुखदो वसन्तः ॥ १ ॥

वृक्षान्ति बाला कतिकाश्च कुक्षे
गुच्छद्विरेफा मधुपुष्पपुष्पे ।
गायन्ति कर्षाद्युतमुद्भमन्तः
समागतोऽयं सुखदो वसन्तः ॥ २ ॥

आपूरयन्तोऽस्त्रिभुविग्निगन्तं
कूजन्ति कान्तासहिताः सुकण्ठम् ।
पिकाः प्रकामं मदमावहन्तः
समागतोऽयं सुखदो वसन्तः ॥ ३ ॥

दिवा निष्वायामनिर्गमं सुरङ्गाः
नदन्ति नागा मधुरं विशङ्गाः ।
मनो जगानामनुरञ्जयन्तः
समागतोऽयं सुखदो वसन्तः ॥ ४ ॥

नवां नवां कामिव यान्ति कान्तिं
 दिने दिने यौवनमाश्रयन्तीम् ।
 अङ्गान्यवन्या निखिलाभि हन्त
 समागतोऽयं सुखदो वसन्तः ॥ ६ ॥
 वाणीनिकुञ्जे तरुणा भवन्तः
 कुर्वन्तु केलिं रुचिरे चरन्तः ।
 रसन्तदीयप्रसवात् पिबन्तः
 समागतोऽयं भवतां वसन्तः ॥ ७ ॥
 धनानि भानाननधीनवृत्तिं
 दानावदानैरवदातकीर्त्तिम् ।
 लब्ध्वा रमन्तामिह भूषणान्तः^१
 समागतोऽयं भवतां वसन्तः ॥ ८ ॥
 कृत्वा हितं नन्दनकाननान्ते
 रम्ये जनानामपि जीवनान्ते ।
 सोपानतां यास्मिन् तत्रयन्तः^२
 समागतोऽयं भवतां वसन्तः ॥ ९ ॥

१ । भूषणान्तः—भूरेव वनं तस्य अन्तः मध्ये ।

२ । जीवनान्तेऽपि जनानां हितं कृत्वा तत् हितं सोपानतां ।

युवा ।

- भ्रूमेदमाचङ्गतजीवितजिष्णुकामो
• योगी स्वयं त्रिदशसेव्यपदोऽफलैषी ।
विश्वस्य योनिरभवो विलयोऽपि यस्मिन्
भूयिष्ठभूतिरवतादशिवात् शिवो वः १ ॥ १ ॥

अधीतशास्त्रस्तरुणः प्रवीणो
निसर्गशोभां विचरन् दिदृक्षुः ।
शुची निसर्गैकरसः प्रदोषे
जगाम कश्चिज्जलराशिविलाम् ॥ २ ॥

महानयं मारुतनोदितैर्मै
ल्लमं मुदन्नम्बुकणैः कृपालुः ।
कलं नदन् वीचिभुजैः समुद्र-
पालिकृतीवेति मुदं युवाप्रोत् ॥ ३ ॥

नयनं * इव रस्ये नन्दनकाननान्ते यानु भवन्ति इति शेषः—
इत्यन्वयः ।

१ । इतिमत्र भवन्तिस्वकम् । शेषं भवन्तिस्वकं तभजा जगौ नृः

इयञ्च युक्तं जलधेरुपास्तिः१

सतो महांस्तद्विषयश्च बोधः ।

परोपकारेषु रता महात्माः

जानन्ति तेषां चरितानि धीराः ॥ ४ ॥

श्रुतेक्षितोदग्रयशोऽम्बुराशिः

समेधिता आन्तरभावभङ्गाः ।

विनिर्ययुष्माकानि तस्य लेतुम्२

अशक्नुवन्तो वत वाक्पथेन ॥ ५ ॥

अकिञ्चनं क्षुद्रतरं युवानं

प्रभुश्च रत्नाधिपतिः पुराणः ।

अवेक्षते मां सदर्यं न वक्तुं

दुष्प्राप एवास्मै समानधर्मा ॥ ६ ॥

दशास्यराहुन्क्षपितप्रियेन्दो-

रयं हि रामस्य दुर्घं विनेतुम् ।

शिलोच्चयं प्रत्नुरसं दधार

हृत्पाय मत्वा प्रियजीवितं स्तम् ॥ ७ ॥

१ । उपास्तिः सेवा यन्त्रयैषि वायम् ।

२ । लेतुम्—लातुम् ।

रिपुस्तथाप्यहं हरेन्धमेन
निवेद्य वस्त्रिर्भियतेऽनुवेत्तम् ।
स्वस्थात्मनानेन सः पुष्यते च
भेदपद्मी नाम फलं विक्रत्वाः ॥ ८ ॥
सुरासुरास्तं सुतरां ममन्तु
रत्नानि हृद्यानि ददौ स धन्यः ।
तज्जाऽतिक्लृष्टापि च रत्नसूत्रं-
रत्नौकिकं किं खलु नास्य वृत्तम् ? ॥ ९ ॥
नेदिष्ठकृष्णायससुम्बिनास्य
स्वाङ्गीहकान्तेन कुतस्तुलापि ।
दूराद्गुरुर्यं हि विक्रयमाणा
भजन्ति नद्यो गुणशक्तिघोषम् ॥ १० ॥
भूतानुकम्पी समपक्षपातः
प्रेमैकमन्त्रोऽव्यसनो यथायम् ।
भवोऽभविष्यद्यदि नष्टमर्थो-
ऽभोक्षाम् आभीक्ष्णमिहैव नाकम् ॥ ११ ॥

१ । स प्रसिद्धी वाक्यादिः । २ । तज्जा—तज्जात् समुद्रात् जाया ।

३ । आभीक्ष्णम्—अन्वर्षम् ।

यदृच्छयैवं नयनं प्रतीच्यां
 सतः सखेदं वदतः पपात ।
 ईर्ष्यावशश्चैव रविश्चकर्ष •
 लब्धावकाशोऽस्य मनोऽब्धिनिष्ठम् ॥ १२ ॥

अस्तं प्रयाप्तं गणयन् विपक्षं
 खिन्नारविन्दानन आधिनेव ।
 जगाद भद्रः करुणं तमुच्चै-
 र्मूकाः परेषां व्यसनेऽश्मचित्ताः ॥ १३ ॥

क्व यासि भानो विरम क्षणं भोः
 पृच्छाम्यहं ते वद का दशियम् ।
 क्व ते स तेजोविभवः कथं वा
 व्यवस्यसीव स्वयमेव मर्त्तुम् ॥ १४ ॥

शङ्के सुखस्पर्शकरं शशाङ्क-
 मूर्जस्वलो भीमकरैर्निरस्य ।
 गृहीतराज्यः सहसा विहस्ती
 निर्भासितस्तेन पुनश्च दीनः ॥ १५ ॥

समुन्नतिं हीनदशामतीत्य
लभेत लोको यदि यन्नशीलः ।
उन्नच्छतोऽधःपतनञ्च भाव्यं
कार्यैर्न वाक्यैरुपदेष्टुकामः ॥ १६ ॥

आयान्ति हन्त क्षणमेत्य यान्ति
सुरूपसम्पत्सुखयौवनानि ।
इत्येव किंवा नृषु सम्प्रसातुं
पूर्वाचलादूर्ध्वगतोऽस्तमेषि ॥ १७ ॥ वृष्णम् ।

द्रुतं पुरोऽयं परिदृश्यमानः
क्रूरोऽभिसूर्य्यं चलितोऽन्नदेत्यः ।
प्रसङ्ग हाक्रामति दीनमेनं
हारं हि सत्यं व्यसनं बह्वनाम् ॥ १८ ॥

धिकं त्वाम् अरेरे खलवृत्त मेघ
कस्ते गुणः पीडयतो मुधेनम् ।
परापकारस्तव मोदहेतु-
र्वजैर्हसमेव निहंसि जन्तून् ॥ १९ ॥

धिकं त्वाम् अरेरेऽकृतविद्दुरात्मन्
करात्ततीयस्तव जन्मदोऽयम् ।

तमेव मथ्यासितरां न जाने
का ते गतिः स्यात् पवनेऽतिरष्टे ॥ २० ॥

उदेति दिङ्मा परिदृश्यतेऽसौ
खोराननः पूर्णकलः सुधांशुः ।
सुधाभिवर्षी क्षपयन् सुतप्तं
पृथ्वीं, परार्धयः प्रतियोग ईदृक् ॥ २१ ॥

शीतागमः सञ्जयितुं वसन्तं
स्यामृत सरित्सात् सुखसैकताय ।
सुदुःखहात् तेजस एष सोमो
दुःखं सुखायैव विधेर्विधिः स्यात् ॥ २२ ॥

कामप्यभिख्यां कलघौतचक्रं
साङ्गं दधात्येव कुतोऽन्यथा साः ।
भूपक्षलं किं वनितास्यविम्बं
खीनास्ति नो चादतरक्ष पद्मम् ॥ २३ ॥

अनात्मनीनो न हि मे कलङ्कः

कृत्वाऽकलङ्कः^१ कुर्व मा कलङ्कम् ।

इत्यर्हितोऽश्विः कृतवानमोघां

मन्ये नदीष्णेन कलासु^२ याज्याम् ॥ २४ ॥

चिरं कथं कुक्षिगतोऽन्यथाब्धे-

रक्षालिताङ्गोऽनिशधीतगावः ।

कथं सदोषः सुषमाप्रियोऽसौ

न लज्जते वा हसतीव सुश्रीः ॥ २५ ॥

नीलं ललामं किमदः कुतस्थं

शशोऽथवा किं हरिणः किमवा ।

नाद्यो न चात्थो ननु निशिनोमि

वर्णात्मिका विघ्नविधेस्तु लेखा ॥ २६ ॥

ज्ञानावलिप्ताः प्रणिधत्त मुग्धा

व्यासक्तचित्ता विषयेषु मिथ्या ।

● जानीत सत्यं मनुजा मदोयो-

ऽक्षराक्षरव्याप्त इतो हितो वः ॥ २७ ॥

१ । अकलङ्कम्—अक्षरहितम् ।

२ । कलासु नदीष्णेन कलाभिर्निन प्रणिना ।

उत्पद्यते मूर्च्छति पूर्यतेऽयं
 पूर्णः क्षणं जीर्यति नश्यतीत्यम् ।
 शशशरीरश्च शरीरिणां वो
 जातस्य सामान्यविधिः पुनर्भूः^१ ॥ २८ ॥

धर्मं प्रशान्त्यर्णवमाश्रयध्वं
 जन्मममन्तविमलोकुरुध्वम् ।
 सुदर्शनास्त्रेण पराजयध्वं^२ .
 रिपूंश्च सर्वान् प्रबलप्रतापान् ॥ २९ ॥

स्मष्टं यदेतस्मिंश्चितं विधात्रा
 नरा न पश्यन्ति पठन्ति नापि ।
 संसृज्य दोषन्तु रटन्त्यदोषे
 यशोऽयशो यज्जनजिह्वजन्मम् ॥ ३० ॥

१ । पुनर्भूः—पुनर्भवः पुनर्जन्म इति भावत् ।

२ । क्रियापदेऽत्र ध्वञ्छब्दम् आत्मनिकार्यधीतनार्यम् ।

३ । अकारान्तजिह्वशब्दस्यापि प्रयोगो दृश्यते ; तथा “विषहृषीण
 क्षिप्रिण वासुकिः प्रणयिष्यति” इति ।

अस्तीह किं कोऽप्यपरः पदार्थः

परार्थजन्मा गुणरूपकान्तः ।

सुधानिवेकैः प्रकृतिं हि चण्डीं

प्रसाद्य सर्वान् स सुखाकरोति ॥ ३१ ॥

मनोहरासौ मधुराभिरामा

प्रशान्तमूर्त्तिश्च विविक्तवेशा ।

शोभां बधूः कां प्रकृतिर्विभर्त्ति

दृष्ट्वाद्य जातं सफलं हि नेत्रम् ॥ ३२ ॥

धनालिबालाः गगनालिकाऽसौ

पयोधिजिह्वा च पलाशवासाः ।

अदृष्टपूर्वं रमणीषु रत्नं

न प्राकृतेयं रमणी तु देवी ॥ ३३ ॥

कादम्बिनीलम्बररुषारुणांशु-

सीमन्तसिन्दूरविभूषणासौ ।

अनन्यभूषा नयनाभिरामा

न प्राकृतेयं रमणी तु देवी ॥ ३४ ॥

१ । धनालिबाला—धनालिर्नेत्रनासा एव नासः केयकलापः यस्याः सा ।

२ । गगनालिङ्गा—गगनम् एव अलिङ्गं अल्लाटं यस्याः सा ।

सुदूरसंस्थाविपुल्लायमान-

चन्द्राननाः सावनिलास्त्रवायुः^१ ।

विहङ्गकण्ठालपिताऽविलोसा

न प्राकृतेयं रमणी तु देवी ॥ ३५ ॥

न हैमभूषातिभरावनम्रा

रम्याम्बरं रत्नचितं न धत्ते ।

तथापि वामा नयनाभिरामा

न प्राकृतेयं परमा हि देवी ॥ ३६ ॥

उत्कीर्णकर्णे चक्षुकुण्डलं नो

नो वा रसन्ती रसना नितम्बे ।

तथापि वामा नयनाभिरामा

न प्राकृतेयं परमा हि देवी ॥ ३७ ॥

१। सुदूरसंस्थाविपुल्लायमानचन्द्रानना—सुदूरे संस्था अवस्थितिः
संस्था तु देवीः विपुल्लायमानः चन्द्रः एव चाननं वस्त्राः सा ।

२। अनिलास्त्रवायुः—अनिलः एव आनिलायुः सुखलायुः वस्त्राः
सा । नो हि अनिल इति श्लोके प्रसिद्धः स प्रकृत्या निद्रासवायुरित्यर्थः ।

न गोस्तनो वक्षसि राजतेऽस्याः

सञ्चर्चितो वा चरणो न रत्नैः १ ।

तथापि वाक्मा मुनिमानसञ्चा

न प्राकृतेयं परमा हि देवी ॥ ३८ ॥

नोत्सादनं वा भजते न मार्ष्टि १

चर्चा न जानाति च चन्दनानाम् ।

तथापि गात्रं सततं सुगन्धि

न प्राकृतेयं परमा हि देवी ॥ ३९ ॥

बाला न वृद्धा युवतिर्न किंवा

न कोऽपि निर्णेतुमलं वयोऽस्याः ।

समं मनोज्ञा शिशुवृद्धयूनां

न प्राकृतेयं परमा हि देवी ॥ ४० ॥

ये ये युवानो युवजानयो ये

या या युवत्यो युवकप्रिया याः ।

आगत्य तां पश्यत विप्रयातु

नेपथ्यसाध्या सुखमेति बुद्धिः ॥ ४१ ॥

१ । रत्नैः कुङ्कुमादिभिः ।

चन्दनादिवचनम् ।

२ । उत्सादनम्—सुगन्धितम्-

३ । मार्ष्टिम्—अङ्गमास्तेनम् ।

कामप्रदां तां प्रमदामकामां
 प्रकाममेनां ननु कामरूपाम् ।
 सदा भजध्वं सुखदां युवानः
 शिष्यत्वमस्या इत या युवत्यः ॥ ४२ ॥

पिता पतिः की जननी च कास्या-
 इत्येव चेत् पृच्छथ वो भणामि ।
 नास्त्येव माता जनकश्च नास्ति
 भर्ताऽविनाशो विदितः स आत्मा ॥ ४३ ॥

नित्याऽमरा या त्रिगुणात्मिकाऽजा
 स्वयं निरीहेण सनातनेन ।
 अव्यक्तरूपा विजहार येन
 ययोश्च योगाज्जगती प्रजाता ॥ ४४ ॥

तत्रैव आत्मा प्रकृतिश्च यच्च
 स एव आत्मा प्रकृतिश्च यैव ।
 तथापि भिन्नः पुरुषः प्रधानात्
 भेदेऽप्यभेदो न तथाप्यभेदः १ ॥ ४५ ॥

१। तथापि अभेदेऽपि न अभेदः, भेदोऽस्ति इत्यर्थः ।

अङ्गेषु यस्याः सकलेषु सम्यग्-
 व्याप्तोऽवियुक्तश्च विराजते यः ।
 यथोदपङ्क्तैरिव वैद्युताग्नि-
 र्नाविष्कृतायाः मणिवच्च स्रज्याः ॥ ४६ ॥
 नमामि मातर्जगतां निदानं
 त्वामाद्यशक्तिं किल विश्वरूपाम् ।
 बाले प्रसन्नाम्ब विभुं शरण्यं
 प्रदर्शय प्राणवती यतस्त्वम् ॥ ४७ ॥
 हरेः पदं शब्दगुणं ज्ञानम्
 त्वां व्योमदेव प्रणमामि याचे ।
 गायन् गुह्यान् प्रीचय मामजस्र
 त्वं वेत्ति नूनं तमनन्तशक्तिम् ॥ ४८ ॥
 सदागते स्मर्शगुणं प्रसीद
 तुभ्यं जगन्नाथ नमो नमोऽस्तु ।
 भालिङ्ग गाढं हर मे रजस्रं
 जगन्नाहाप्राप्तसुषुप्तपूतः ॥ ४९ ॥

१ । नाविष्कृतायाः—अनाविष्कृतायाः ।

२ । अमन् एव अनन्तं जानाति, न ज्ञातः ।

तमोगुदं त्वां जगतां प्रकाशं
 वन्दे शुचे रूपगुण प्रसीद ।
 प्रदीप्यमानो हर मे तमस्त्वं
 प्रकाशयात्मानमजं हृदिस्थम् ॥ ५० ॥
 त्वां नौमि शीतं सितमम्बुदेव
 प्रदर्शय त्वं जगदीशविम्बम् ।
 आदर्शतामेव गतोऽमलां मां
 संसारदावानलदह्यमानम् ॥ ५१ ॥
 हिरण्यरत्नद्रुमशैलरूपां
 त्वां प्राणदानीं फलशस्यरूपाम् ।
 अनन्तरूपामवने नमाम्य-
 नन्तं सकृद्दर्शय दर्शयेशम् ॥ ५२ ॥
 विभोर्वराङ्गाणि तथापचिन्वतः
 कुतोऽपि हृद्वा सहसैव वाक्पथम् ।
 मुदः प्रवाहैः कृतमस्य लोचनं
 हिमैरुतार्द्रं नलिनीदलं यथा ॥ ५३ ॥

१।० अपचिन्वतः—चर्चयतः । कृतमस्य संश्लेषविषयम् । यदनि
 संश्लेषविषयं जती जती ।

- समाधिना श्व इव मुद्रितेक्षणीः
जितेन्द्रियो गगनतलाहिताननः ।
विचिन्तयन् भुवि शयितः समातनं
• भवाम्बुधौ तरणिमतीन्द्रियं चिरम् ॥ ५४ ॥

न नुदतु कुलमिन्द्रो जातु दिव्याङ्गनानां
न खलु भवतु यूनो योगिनो योगभङ्गः ।
हरिहरविधियुक्तोऽसौ सहस्रारपद्मे
विचरतु सुरलोकं प्राप्य चन्द्रार्कलोकी ॥ ५५ ॥

१ । इतमव दक्षिरा । अभी सजी गति दक्षिरा चतुर्थः ।

२ । इतमव माक्षिनी । न न म व य पुतेयं माक्षिनी भोगि-
नीकैः ।

समाप्तम् ।

কবিতাকোরক ।



পিতৃস্তুবান্বিতক ।

জীবকূলে সুদুর্লভ, অতিশ্রেষ্ঠ, সার
লভিনু মানবজন্ম প্রসাদে যাঁহার,
কায়মনোবাক্যে সেই দেব-অবতার
পিতার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ ১ ॥

এ ভবে আমার এ যে দেহ-তরুণ
সতত গমনশীল, সর্ববাস্তব
করে বিচরণ, ফুল ফুটন্ত যৌবন
যার, অনন্ত উন্নতি ফল সুশোভন,
এ তরুর মূল যিনি, সেই হিতকারী
পিতার চরণে আমি নমস্কার করি ॥ ২ ॥

অবিরত কত হিত-উপদেশ-দানে,
অনুরূপ কর্ম করি নিজের জীবনে,
কাজে ও কথায় ঠিক ঐক্য দেখাইয়া,
আদর্শ চরিত্রখানি সম্মুখে ধরিয়া,

গড়িল যে সযতনে চরিত্র আমার,
সেই পিতৃদেবপদে করি নমস্কার ॥ ৩ ॥

পিতা মোর শিবতুল্য শুভকারী গুরু,
পরম আরাধ্য, ভবে মূর্ত্ত কল্পতরু,
না চাহিতে দেয় সব অভাব যেমন,
পূজা করি আমি তাঁর পবিত্র চরণ ॥ ৪ ॥

আহারে বিহারে সদা ভাবনা ঘাঁহাঁর
কিসে সুখশান্তি হবে জীবনে আমার,
শুশিক্ষা, উন্নতি আর মঙ্গলসাধনে
করিছে জীবনকয় আনন্দিত-মনে,
দয়াময় পিতা মোর মূর্ত্তি দেবতার,
নমস্কার করি আমি চরণে তাঁহার ॥ ৫ ॥

সদাচার-পরায়ণ, ধর্ম্মগতপ্রাণ,
যাগযজ্ঞে রত যত আর্ঘ্যের সন্তান
আদরে মন্তকে ধরে, করে বহুমান
পবিত্র বেদের বাক্য অমৃতসমান,
সেইরূপ শিরোধার্য্য পিতার বচন,
পূজি আমি ভক্তিফুলে তাঁর শ্রীচরণ ॥ ৬ ॥

মাতৃস্তুবান্ধক ।

৩

শুভদিনে করিলেন যিনি সম্পাদন
পবিত্র সংস্কার—শুভবিবাহবন্ধন,
পালিবারে, সুকোমল ধর্ম্য গৃহস্থের,
মিলায়ে দিলেন যিনি বন্ধু জীবনের,
লভিশু সে ধর্ম্যপত্নী ষাঁহার কুপায়,
নমস্কার করি আমি তাঁর রাজ্য পায় ॥ ৭ ॥

প্রাণপণে প্রিয়কর্ম সাধিব পিতার,
প্রাণান্তেও করিব না অপ্রিয় তাঁহার,
উপাস্ত দেবতা মোর পিতা মূর্তিমান,
পূজি আমি তাঁর রাজ্য চরণ দুখান,
হবে হস্ত শুচি, মলা রবে না আমার,
করযোড়ে নমি তাঁর পদে বার বার ॥ ৮ ॥

মাতৃস্তুবান্ধক ।

অস্তর-কলুষ-হর, মঙ্গল-আকর,
সদা বন্দনীয়, অই অনিন্দ্য সুন্দর
পাদপদ্ম তব, আমি অধম সন্তান
আনন্দে বন্দনা করি, দাও পদে স্থান ॥ ১ ॥

কবিতাকোরক ।

নন্দন-কানন-জাত প্রত্যক্ষ কুসুম,
মন্দারাদি হ'তে কিংবা অধিক সুবম,
বিমল-আনন্দপ্রদ, পুণ্যপরিমল,
বন্দি আমি মা তোমার চরণকমল ॥ ২ ॥

অবিরত কর-যুগে অঞ্জলি রচিয়া,
ধ্যানে মগ্ন একমনে একান্তে বসিয়া,
বিনতমস্তকে আমি করিয়া ধারণ,
পূজা করি মা তোমার কমল-চরণ ॥ ৩ ॥

নিরুপমা দেবীমূর্তি তুমি এ সংসারে,
অধিষ্ঠান কর মম হৃদয়-মন্দিরে ;
ভক্তিজলে প্রক্ষালিয়ে হৃদয়ের মল,
পূজা করি মা তোমার চরণকমল ॥ ৪ ॥

হৃদয় তোমার দেবি ! উৎস করুণার,
করুণার ধারাপূর্ণ তব স্তন্যধার,
শৈশবে আমার ছিল জীবনসম্মল ;
বন্দি আমি মা তোমার চরণকমল ॥ ৫ ॥

তুমি মা অমরাবতী, তুমি মম গুরু,
ধর্ম তুমি, তুমি ভবে মম শাস্তিতরু,

মাতৃস্তুতি ।

৫

সংসার-মরুর বারি, সর্বস্ব আমার,
পূজা করি পাদপদ্ম জননি ! তোমার ॥ ৬ ॥

স্বর্গীয় কোমল কাস্ত গুণে অলঙ্কৃত
অস্তুর তোমার দেবি, কর সংক্রমিত
অস্তুরে আমার সেই পুণ্যগুণচয়,
অকৃতী সন্তানে তুমি হইয়া সদয়,
দুর্বলহৃদয়ে দেবি ! দাও সিংহ-বল,
বন্দি আমি মা তোমার চরণকমল ॥ ৭ ॥

নিয়ত নিঃস্বার্থভাবে, কষ্ট না ভাবিয়া,
কত কষ্ট সহিয়াছ আমার লাগিয়া,
স্মরিয়া সে সব চিন্তা হইল বিকল,
বন্দি আমি মা তোমার চরণকমল ॥ ৮ ॥

গীত ।

মধুর মধুর বড় নব জলধর,
 নব তৃণ সুকোমল কিবা মনোহর,
 ফুটন্ত যৌবন, ফুল, নব কিসলয়,
 লাবণ্যের লীলাভূমি মধুরতাময় ;
 নবতাই হবে তবে চারুতা-নিদান,
 যার তরে নর-নারী তুষিত-পরাণ ;
 তাই বুঝি গীত ঋতু এবে ধরা'পর
 আসিল লইয়া সঙ্গে নুতন বৎসর ॥ ১ ॥

দিবাকর খরতর তেজোময় হইল,
 পদ্মালয়- জলাশয়- জল-মান নাশিল ।
 ভয়াকুল মেঘকুল কোথায় যে লুকাল,
 নব বর্ষে লয়ে হর্ষে গীত এ যে আসিল ॥ ২ ॥

জুদ্রাশয় জলাশয় অতিশয় বিপদে,
 বুঝি পড়ে জলে মরে রবি-কর-সম্পদে,
 সুগভীর অতি ধীর জলধির অন্তরে
 নাহি পাপ নাহি তাপ কভু পারে না ডরে,
 হীনসার নীচতার পরিণাম ভাবিয়া,
 এল তবে গীত এবে নব বর্ষে লইয়া ॥ ৩ ॥

দিন দিন রসহীন ঘরঘণে মাতিয়া
 তরুদল দাবানল দিল বনে জ্বালিয়া,
 নিজে তারা দিলেহারা মজিল যে সমূলে,
 ভীতচিত্তে চারিভিতে পড়ি এবে অকূলে
 পশু সব হাহারব করে বন পুরিয়া ;
 এল ভবে গ্রীষ্ম এবে নব বর্ষে লইয়া ॥ ৪ ॥

রবি রাজা মহাতেজা দিবসের মধ্যমে,
 পরিণত বন যত করে পুণ্য আশ্রমে,
 এ সময় পশুচয় অতিশয় তাপিয়া
 চিরাগত স্বভাবত হিংসা ভয় ছাড়িয়া
 অতি কাছে অরি আছে দেখেও না চাহিয়া ;
 এল ভবে গ্রীষ্ম এবে নব বর্ষে লইয়া ॥ ৫ ॥

মরুস্থল, যেন খল, দৃগু, তেজোবিতবে
 (যার তাপে ভয়ে কাঁপে পশু পক্ষী মানবে)
 ভয়ঙ্কর উগ্রতর কালমূর্তি ধরিয়া
 অবিরল হলাহল দিখলয় দূষিয়া
 উগারিছে, নহে মিছে, বুদ্ধি নষ্টি নাশিতে ;
 নব বর্ষে লয়ে হর্ষে গ্রীষ্ম এল মহীতে ॥ ৬ ॥

আম পাকে, জাম পাকে, পাকে আর কাঁঠাল,
 পাকে বেল, নারিকেল আহা কিবা রসাল,
 এইবার, সবাকার জিঙত জল আসিল,
 দিয়া ফল সে সকল সকলেই তোষিল
 তরুগণ, ছফটমন চরিতার্থ হইয়া ;
 এল ভবে গ্রীষ্ম এবে নব বর্ষে লইয়া ॥ ৭ ॥

পুষ্পবতী বসুমতী মধুরূপী যৌবনে
 ছিল রত অবিরত জনমমোরঞ্জে,
 অবিকল তারি ফল তাই এবে লভিল ;
 নব বর্ষে লয়ে হর্ষে গ্রীষ্ম এ যে আসিল ॥ ৮ ॥

আহা কিবা দেখ দিবা- অবসান-সময়ে
 শান্ত-বেশে শোভে শেষে ফুল-ফুলনিচয়ে,
 বিমোহিত কার্ চিত না হয় তা হেরিয়া ;
 এল সে'ঙ্গে গ্রীষ্ম এ যে নব বর্ষে লইয়া ॥ ৯ ॥

পাখী সবে কলরবে বরষিছে অমিয়া,
 উপবন বরিষণ করে মধু, হাসিয়া
 কি সুশ্রব সুধাকর সুধা দেয় ঢালিয়া ;
 এল ভবে গ্রীষ্ম এবে নব বর্ষে লইয়া ॥ ১০ ॥

বর্ষা ।

৯

অমিয়-সমান

বিভুগুণগান

গাও সবে সমস্তুরে হৃদে তাঁরে রাখিয়া,

বিধি বিষ্ণু শিব

নাশিবে অশিব

ভজ তিনে, মনোহর মনোভবে জিনিয়া ॥ ১১ ॥

বর্ষা ।

মেঘেতে ঢাকা

ঝরিছে জল,

বহিছে ঝড়,

নূতন জলে

খেলে বিজুলী,

এল যে এবে

আকাশ থেকে

ডাকিছে ভেকে,

পড়িছে গাছ,

খেলিছে মাছ,

শিশুরা ভীতু,

বরষা ঋতু ॥ ১ ॥

চন্দ্র ও তানুর হার !

মুখ নাহি দেখা যায়

তাই বুঝি মুখ ভার করি,

হুখে দিগজনাগণ

করে অশ্রু বরিষণ

ধারাকারে ধরাপৃষ্ঠোপরি ।

শিলা পড়ে অবিরত, হইতেছে আর শত
ঘন ঘন অশনি-পতন,
ভীষণ-মুরতি ধরি, হেন, অনুমান করি,
দেখা দিল বরষা এখন ॥ ২ ॥

মেঘমালা শিরে ধরি ধন্য হেন মনে করি,
লভি নব-বারি-বরিষণ
মহা-মহীধর যত জীবহিতে শত শত
নদ-নদী করিছে স্রজন ॥ ৩ ॥

নব নীল মেঘময় গগনে চাতকচয়
ফুল্লমনে করে বিচরণ ;
নয়নে পলক নাই পুলকে নেহারে তাই
দিনে দিনে কৃষিজীবী জন ;
আসিল যে বরষা এখন ॥ ৪ ॥

“এল অই বরষা এখন
তৃষাকুলে অনুকূল” গায় রে চাতককুল
সুধা-ধারা করি বরিষণ,
জলধারা পান করি সুমধুর সুর ধরি
কলকণ্ঠে গায় অনুক্ষণ—

“এল অই বরষা এখন” ॥ ৫ ॥

ত্রিদিবের মনোলোভা বুঝি নিরখিতে শোভা
 মালাকারে বলাকার গণ
 যায় জলদের পাশে, শোভে কিবা নীলাকাশে
 শৈলকোলে হিমানী যেমন ;
 আসিল যে বরষা এখন ॥ ৬ ॥

সৌদামিনী-ছটাময় নীল-রুচি মেঘচয়
 আছে সদা ছাইয়া অম্বর,
 শোভা হেরি সকলের মনে পড়ে, কনকের
 রেখাঙ্কিত নিকষপাথর ;
 কিংবা হেমলতা-জাল- মণ্ডিত তরু তমাল
 স্নিগ্ধ সাস্ত্র শ্যামল সুন্দর,
 কিংবা কৌলে কমলায় লয়ে যেন যত্নরায়
 করে কেলি শ্যাম নটবর,
 আসিল যে বর্ষা ঋতুবর ॥ ৭ ॥

সুদূর গগনে শুনি যেন মৃদঙ্গের ধ্বনি
 সুগভীর ঘন-গরজন
 এখানে কদম্বমূলে সুন্দর পেখাম তুলে-
 তালে তালে নাচে শিখিগণ—

পুলকিত নীপ-তরু হেরি তাই হাসে চারু,
ফুলফুলে অঙ্গ সুশোভন ;
আসিল যে বরষা এখন ॥ ৮ ॥

অই যে কি দেখা যায় নীল গগনের গায়,
ইন্দ্রধনু'নহে এ কখন,
ময়ূরপুচ্ছের ছবি কল্পনার বলে কবি
বলে ইন্দ্র-ধনু সুলক্ষণ,
নানা রঙ ফলাইয়া চিত্র রেখেছে আঁকিয়া
— বিশাল ফলকে সুরগণ ;
আসিল যে বরষা এখন ॥ ৯ ॥

শরৎ ।

সুনীল অম্বর হ'তে ভীম-দরশন
বরষা-সম্ভব অম্বুধর রাশি যত
হ'ল অদর্শন ক্রমে, উল্লাসে অধীর
দিগঙ্গনাগণ এবে লভিয়া প্রসাদ ;
আহা কি মোহন সাজে সাজিল মেদিনী ;
এল যে সুন্দরী সতী শরৎ-কামিনী ॥ ১ ॥

বনে উপবনে কিবা সরসীর জলে
 চারি ভিতে শ্বেত নীল লোহিত বরণ
 ফুটিল কমলরাশি, ফুটিল অমনি
 মানবের হৃদপদ্ম, দেখিতে দেখিতে
 সে শোভা সুন্দর, ধীরে ধীরে সমাগত
 পঙ্কজলক্ষণা সতী সুন্দরী শরৎ ॥ ২ ॥

মনোজ্ঞ তনিমা মধ্যে, সৈকত-নিতম্বে
 বিশালতা, মস্থরতা সুন্দর চলনে
 লভে ক্রমে কল্লোলিনী, বরাজনা যথা
 উদ্দাম ঘোবনে যবে করে পদার্পণ ;
 নিরখিতে বুঝি তাই, মোহিয়া জগৎ
 ধীরে ধীরে সমাগত সুন্দরী শরৎ ॥ ৩ ॥

বিরল বিফলোদয় নিরশু ধবল
 প্রিয় পতি অশ্রুবাহ, তাই প্রণয়িনী
 তটিনী অমল-অল্প-নীরা মন্দগতি
 নিরীহ অলস ; পতি সতী উভয়ের
 অপূর্ব সমতা হেরি, ধীরে সমাগত
 স্বরগ হইতে দেবী সুন্দরী শরৎ ॥ ৪ ॥

বরষার জল-ধারা-স্নাত বসুন্ধরা
প্রথমে, সম্প্রতি তার পুণ্য বর তমু
হীনপক্ষ, পঙ্কজের গন্ধে মনোহর
আমোদিত, অলঙ্কৃত বসুজীব ফুলে ;
সখীর সে রূপ হেরি, ধীরে সমাগত
পঙ্কজলক্ষণা সতী সুন্দরী শরৎ ॥ ৫ ॥

স্থানে স্থানে বনে বনে রাশি রাশি কাশ-
কুসুম ফুটিয়া হেলে দোলেন, মৃদু মৃদু
বাসুর হিলোলে ; হেন মনে লয়, এবে
বসুমতী, শ্বেত চারু চামর ব্যঞ্জে
নিয়ত নিরত, হেরি সখী সমাগত
স্বরগ হইতে সতী সুন্দরী শরৎ ॥ ৬ ॥

কি ছার সে বস্তু, তার কে করে আদর,
নাহি ব্যবহার বার ; সেই সে সুন্দর,
যাহে হয় বাস্তবিক উপকার লোকে ;
এত ভাবি পরিণত মনোহর শালি-
ধান্তে করি, করি পূর্ণ আশা কৃষকের,
ধীরে সমাগত সতী সুন্দরী শরৎ ॥ ৭ ॥

ব্যসন-সম্পাত গৌরবের সূত্রপাত
 তেজস্বী জনার, দেখে প্রমাণস্বরূপ
 উজলিয়া দৃশ দিক্, কান্ত সমুজ্জল
 কিরণ বিস্তারি শশী শোভিছে কেমন
 মেঘমুক্ত এবে, নিরুপম ; বুঝি ধীরে
 ধীরে সমাগত সতী স্তন্দরী শরৎ ॥ ৮ ॥

সগরবে কলরবে মধুর-গমনে
 চলিছে স্তন্দর দলে দলে হংস-হংসী
 আনন্দে মগন, ক্রিতি জানে না কেমন
 কোমল চরণস্পর্শ, আহা মরি লাজে
 নীরব সে রবে শিখী, শিখিছে যতনে
 সে চারু চলনভঙ্গি নিতম্বিনী যত ;
 দেখিতে দেখিতে আহা ! সে শোভা স্তন্দর,
 ধীরে সমাগত সতী স্তন্দরী শরৎ ॥ ৯ ॥

তারকা-কুসুম-রাশি কুটিয়া, নির্মল
 গগনে, সূদূরে উর্দ্ধে, নিম্নে সরোবরে
 বিকচ কুমুদবৃন্দ, কি শোভা স্তন্দর !
 চন্দ্র-কর-পুলকিত-নিশা-সমাগমে ;
 সমাগত ধীরে এ বে স্তন্দরী শরৎ ॥ ১০ ॥

নিশা-অস্ত্রে কলনাদে বিহঙ্গমগণ
মিলিয়া সহস্রকণ্ঠে গায় স্তুতিগীত
গ্রহরাজ সূর্য্যদেবে করি উদ্বোধন,
সরসী-রূপসী উন্মীলিয়া পদ্ম-আঁখি
নিরখিছে সে অরুণ-মুরতি মধুর ;
বৈকুণ্ঠে অমর বন্দী বন্দি স্থললিত
স্তবে করে নিদ্রা-ভঙ্গ যেন শ্রীহরির,
কমলা কমলনেত্রে নেহারে বা যেন
কাস্তুর মুরতি কাস্ত । বুঝি সমাগত
পঙ্কজলক্ষণা সতী স্তন্দরী শরৎ ॥ ১১ ॥

কি পবিত্র নিরমল আনন্দ-প্রবাহে,
কি উদার প্রেমে মাখা সৌন্দর্য্যের স্রোতে
ভাসিছে ভুবন আহা । দেখ দেবগণ,
দেখ অই ত্রিদিবের শ্রী অঙ্গে মাখিয়া
সমাগত ভবে দেবী স্তন্দরী শরৎ ;
নমি তোমা বিশ্বপতি পিতা দয়াময়,
স্বজিলে এ হেন দেবী স্তন্দরী শরৎ ॥ ১২ ॥

শীত ।

আসিল যে শীতকাল কালের দোসর,

তরু-লতা-আভরণ

ফুল পাতা অগণন

দিন দিন বুর বুর করে নিরন্তর ;

স্বপ্নমা-কুসুম হায় !

তেমতি করিয়া যায়,

যায় যবে মানবের যৌবন সুন্দর,

গ্রাসিলে বার্কক্য আসি কালের দোসর ॥ ১ ॥

আসিল যে শীতকাল কালের দোসর,

খুলি পত্র-ফুল-সাজ

দীন-বেশে তরু আজ

উর্দ্ধপানে চেয়ে আছে নিচল নিথর,

বিষয়-বাসনা-হীন

তপঃক্রেমে তনু ক্ষীণ

ভগবানে করে ধ্যান যেন যোগিবর ;

আসিল যে শীতকাল কালের দোসর ॥ ২ ॥

আসিল যে শীতকাল কালের কিঙ্কর,

প্রকৃতির লীলাশূল

অভ্রভেদী হিমাচল

হিমানীমণ্ডিত অঙ্গ তুঙ্গ, তুঙ্গতর

ধবল ধবলাকার

তুষারের পারাবার

নাহি পার কুল তার অনন্ত প্রসর,

আমি কি বর্ণিব তার, আমি ক্ষুদ্র নর ॥ ৩ ॥

আসিল যে শীত, সঙ্গে সমীর শীতল,

দয়িতা উত্তরা আশা,

সূর্য্য তারে ভালবাসা

নিবেদিতে, দিতে কোল হইল চঞ্চল,

অচিরে মিলিবে পতি

উল্লাসে জ্বীরা সতী,

তাই বুঝি ঘন ঘন উচ্ছ্বসে প্রবল,

তাই এ তুষাররাশি হেরি যে কেবল ॥ ৪ ॥

আসিল যে শীত, সহ সমীর শীতল,

পাদ-সেবা চন্দ্রমার

করে নাক কেহ আর,

পতির দুর্গতি হেরি যামিনী বিকল,

তাই তুহিনের ছলে

অবিরল অশ্রুজলে

শক্তিপ্রাণা সতী করে সিন্ধু ধরাতল ;

আসিল যে শীত, সহ সমীর শীতল ॥ ৫ ॥

আসিল যে শীতকাল কালের দোসর,

মলিন বিবর্ণ ইন্দু

ঢালে নিশা অশ্রুবিন্দু

মলিন সে দুঃখভারে উষা, দিবাকর,

ধরি সে মধুর তান

পাখীরা করে না গান

সমদুখে দুখী তাই সরে না'ক স্বর,

আসিল যে শীতকাল কালের দোসর ॥ ৬ ॥

আসিল যে শীতকাল কাল দগুধর,

মোরা অতি ক্রুরমতি

হায় রে ! কি হবে গতি,

গতি এবে রসাতল—অঁধার সাগর—

ভাবিয়া আকুল-মন

একে একে ফণিগণ

ধীরে ধীরে নতশিরে প্রবেশে বিবর ;

আসিল যে শীতকাল কাল দগুধর ॥ ৭ ॥

আসিল যে শীত, সহ সমীর শীতল,

সেই রবি, সে অনল,

যারা চালিত গ্লরল

নিদাঘে, এখন তারা আরামের স্থল ;

সেই বারি সমীরণ
নাহি পায় কারো মন
এখন, নিদাঘে যারা সুখেস্থ সম্মল ;
ভালবাসা, অনাদর কাজেতে কেবল ॥ ৮ ॥

আসিল দারুণ শীত এবে রে ধরায়,
দিন দিন আয়ুক্ষয়
বিষাদ-কুয়াসাময়
অপরাক্ত দুঃসময় ধৈয়ে এল হায় !
*এবে দিবা স্তবিরের
সম দশা উভয়ের,
উভয়ে আঁধার-কোণে মিলিবে ফরায়,
আসিল দারুণ শীত এবে যে ধরায় ॥ ৯ ॥

বসন্ত ।

নবদলে ফুলফুলে হইয়া ভূষিত
শোভে তরু, তরু-কোলে লতিকা ললিত,
শ্রামল সুন্দর নব শ্রী অঙ্গে মাখিয়া
হাসিছে নীরবে পুন জীবন লভিয়া ;

কৃতান্তের সহোদর নীত হল গত,
উদার বসন্তে হেরি এবে সমাগত ॥ ১ ॥

কুসুম-সৌরভ সদা করি বিকীরণ
বহে যুত্ মন্দ অই মলয়-পবন,
পূরণে পরশে সুখ বিতরে সবায় ;
সুখের বসন্ত বুঝি আসিল ধরায় ॥ ২ ॥

কুসুমিত কুঞ্জবনে লতিকা ললিত
বায়ু সঙ্গে নাচে রঙ্গে হয়ে পুলকিত, -
অমুরাগভরে করে ভ্রমর গুঞ্জন,
অহো কি মধুর ! যেন সুধা-বরিষণ,
গুন্ গুন্ রবে বুঝি গান্ন বারেবার ;
আসিল আসিল অই বসন্ত-বাহার ॥ ৩ ॥

কলকণ্ঠ মাতোয়ারা বসন্তে হেরিয়া
পঞ্চমে কুহু গায় দিগন্ত পূরিয়া,
মাতাইয়া ত্রিভুবন গায় অনিবার ;
আসিল বসন্ত হের আহা ! কি বাহার ॥ ৪ ॥

দিবা-নিশি মনোহর বিহগের দল
কলনায়ে কতই যে গায় অরিয়ল,

সে হবে না হয় কেবা হরবে বিভল ;
আসিল বসন্ত, এবে আনন্দ কেবল ॥ ৫ ॥

দিনে দিনে নব নব কঁত সাজ ধরি
শোভে চারু চারুতর ধরণী-সুন্দরী,
যৌবন ফুটিয়া অঙ্গে অঙ্গেতে ফিলায় ;
সুখের বসন্ত বুঝি আসিল ধরায় ॥ ৬ ॥

বাণী-কুঞ্জবনে সুখে কর বিচরণ,
কুর কেলি নিশি-দিন তুমি হে যুবন !
মাতিয়া যৌবনমদে কর মধুপান,
আসিল বসন্ত তব সুখের নিদান ॥ ৭ ॥

এই ত সময়, এবে করি উপার্জন
অবিরত ধনরাশি কর বিতরণ,
কর প্রদর্শন শত শত অবদান,
পরের দাসত্ব করি হারাও না মান,
সমুজ্জ্বল কীর্তি-রথে করি আরোহণ
সংসার-কাননে সুখে কর বিচরণ ;
অই দেখ দেখ চেয়ে আহা কি বাহার !
আসিল সুখের তরে বসন্ত তোমার ॥ ৮ ॥

সাধ প্রাণপণে সদা জগতের হিত
 প্রেমের মোহনমন্ত্রে হইয়া দীক্ষিত,
 করি সদা পুরহিত কর রে নিৰ্ম্মাণ
 দেবতার লীলাভূমি স্বর্গের সোপান,
 যাইতে নন্দনবনে কর রে যতন,
 কর না বিলম্ব আর সাজ রে এখন ;
 অই দেখ দেখ চেয়ে আহা কি বাহার !
 আসিল সুখের তরে বসন্ত তোমার ॥ ৯ ॥

যুবা ।

ভুবন-বিজয়ী কাম বীরের প্রধান,
 কটাক্ষেতে যিনি তার বধিলেন প্রাণ ;
 দেবগণ করে ধ্যান যাঁহার চরণ,
 কামনারহিত যিনি যোগেতে মগন ;
 বিশ্বের জনক যে বা জনমবিহীন,
 প্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ড হয় যাঁহাতে বিলীন ;
 অশেষ-বিভূতিযুত সেই ভগবান,
 করন করুণাসিক্ত মঙ্গলবিধান ॥ ১ ॥

করুণাপ্রবণমনা জ্ঞানেতে প্রবীণ,
 প্রকৃতির সঙ্গে বার গভীর প্রণয়,
 হেন নরবর এক, বয়সে নবীন,
 হেরিতে স্বভাব-শোভা আকুল-হৃদয়,
 একদা নিদাঘকালে দিনাস্ত-সময়,
 নীরনিধিতীরে ধীরে উপনীত হয় ॥ ২ ॥

দয়ার সাগর এই সমুদ্র মহান,
 স্নানীতল-জল-লব-পৃষ্ঠ-সমীরণে
 করিছে বীজন, আহা ! যুড়াল পরাণ,
 আলিঙ্গয়ে উর্ষিবাছ তুলি সবতনে,
 কলস্বরে সমাদরে করে সম্ভাষণ,—
 এত ভাবি হ'ল যুবা হরষিত-মন ॥ ৩ ॥

পয়োধির পরিচর্যা প্রিয় ব্যবহার
 প্রকৃতি-প্রেমিক প্রতি নহে অসম্ভব,
 নহে অসম্ভব, যুবা প্রকৃতি-উদার,
 করিবে মহান্ ভাব হৃদে অনুভব ;
 পরহিত-ব্রতে রত মহাত্মা যে জন,
 উদার চরিত্র তাঁর বুকে জ্ঞানিগণ ॥ ৪ ॥

ক'রেছিল এত দিন শ্রবণে শ্রবণ

অপার মহিমা যার কীর্ত্তি মহীয়সী,
স্বচক্ষে সমুদ্রে আজ করি নিরীক্ষণ

উথলিল যুবকের হৃদে ভাবরাশি ;
ক্ষুদ্র দেহ কেমনে তা করিবে ধারণ,
কণ্ঠ-নালী-পথে তাই হ'ল নির্গমন ॥ ৫ ॥

মণি-মাণিক্যাদি নানা রত্নের আকর

প্রভূত-কমতাসালী প্রবীণ প্রাচীন
সমুদ্র, দরিদ্র আমি অতি ক্ষুদ্র নর—

অজ্ঞান বালক আমি সামর্থ্যবিহীন,
তথাপি আমারে নাহি করে তুচ্ছ জ্ঞান,
ইহাতেই মহতের মহত্ব-প্রমাণ ॥ ৬ ॥

প্রাণের প্রতিমা সতী সীতা পূর্ণশলী,

দশানন-রাহু তাঁরে গ্রাসিল যখন,
ঘেরিল রাঘবে ঘোর দুখ-অমানিশি ;

নাশিবারে আধি তাঁর বারিধি তখন
ধরিল পাবাণ বুকে হরষিত-মনে,
পরহিতে নিজ প্রাণ তৃণ হেন গণে ॥ ৭ ॥

অনল প্রবল রিপু, তথাপি যতনে
 সতত জলধি কোলে করিছে ধারণ,
 দহন করয়ে দেহ, তথাপি দহনে
 সলিল-ইন্ধন-দানে করিছে পোষণ ;
 ঘটে নাই প্রকৃতির বিকৃতি ইহার,
 শত্রু-মিত্র-ভেদজ্ঞান প্রসব বাহার ॥ ৮ ॥

মস্থন-যাতনা দেয় দেবাসুরগণ,
 রত্নপতি রত্নরাজি করে প্রতিদান ;
 জলধি-দুহিতা ধরা সহি নির্যাতন
 কৃষকের, করে রত্ন অকাতরে দান ;
 ধন্য হে সাগর তুমি, তুমি পুণ্যবান,
 ধরাধামে কে বা আছে তোমার সমান ? ॥ ৯ ॥

অয়স্কান্ত মণি করে লৌহ আকর্ষণ
 থাকে যদি সন্মিকটে, কিন্তু অম্বুরাশি !
 বড় গুণ ধর, গুণে নগবালাগণ
 মুগ্ধ হয়ে গৃহ ছাড়ি ভঞ্জে দিবা-নিশি
 গুণের মোহন শক্তি করি উদ্দেশ্যণ,
 উভয়ে তুলনা বল হয় কি কখন ? ॥ ১০ ॥

হ'ত যদি এ সংসার জীবে দয়াবান,
 সর্বভূতে সমদর্শী ইহার মতন,
 না থাকিত যদি ভবে গর্ব অভিমান,
 প্রেম-মন্ত্রে দীক্ষা যদি পে'ত সর্বজন ;
 হেরিতাম ভবে তবে নন্দনকানন,
 করিতাম স্বর্গভোগ সুখে আজীবন ॥ ১১ ॥

দুঃখভরে এইভাবে বলিতে বলিতে
 অকস্মাৎ যুবকের হইল পতিত —
 পশ্চিমগগনে দৃষ্টি, অমনি হরিতে
 সুর্য্যোগ পাইয়া রবি, প্রায় অন্তমিত,
 আকর্ষিল হ'য়ে যেন ঈর্ষাপরবশ
 জলধির স্তবে মগ্ন যুবাব মানস ॥ ১২ ॥

অস্তাচলে যায় রবি হেরিয়া নয়নে
 হইল মলিন তার কমল-বদন,
 বিপন্ন ভাবিয়া তার বড় দুঃখ মনে,
 কাতর করুণকণ্ঠে সস্তাষে তখন ;
 পরদুখে বিগলিত কোমল-হৃদয়,
 পাষাণে গঠিত চিত্ত উদাসীন রয় ॥ ১৩ ॥

কোথা যাও ভানুদেব ! ঋণেক দাঁড়াও,
 কোথা গেল বল তব সে বীর্য্য-বিভব,
 মনোহুখে অধোমুখে বল কোথা যাও,
 কেন হেন দীনভাব দিননাথ ! তব ?
 আঁধার-সাগরে কেন ডুবায়ে ধরণী,
 অতল জলধিজলে ডুবিলে আপনি ? ॥ ১৪ ॥

স্পর্শে স্পর্শে সুখকর নিশাকর-কর,
 ভীম-করে অকাতরে করিয়া তাড়ন
 কাড়িয়া লইলে তার রাজ্য মনোহর,
 কালানল-সম তুমি সহস্রকিরণ,
 সেই শশী বুঝি তোমা করে নির্বাসন
 এবে, হায় ! তব ভাগ্যে সমুদ্রে মরণ ॥ ১৫ ॥

অতিক্রমি হীন দশা লভিতে উন্নতি
 পারে, যদি-করে নর একান্ত যতন,
 লভিলে উন্নতি কালে হবে অবনতি,
 বিদ্যা বাক্যে কার্য্যে কি হে করিতে জ্ঞাপন,
 প্রথমে উন্নয়গিরি, উর্দ্ধে পরকণ,
 অবশেষে অন্তাচলে কর আরোহণ ? ॥ ১৬ ॥

স্বরূপ সম্পদ সুখ সাধের যৌবন

কণপ্রভা-প্রায় সব কণে পায় লয়,
ইহাই কি ক্ষোক-চিন্তে করিতে অন্ধন
বাসনা হইল তব মানসে উদয় ?
তাই পূর্ববাচল হ'তে উক্টে আরোহণ,
অবশেষে অন্তগিরি করিছ গমন ? ॥ ১৭ ॥

একি দেখি অকস্মাৎ মেঘ-দৈত্য হায় !

হয়েছে ধাবিত, লক্ষ্য বিভাবরী-অরি,
দেখিতে দেখিতে দুষ্ক প্রদোষ-সহায়
আক্রমিল দিবাকরে সর্ববাঙ্গ আবরি ;
বুঝিলাম এবে হায় ! কথা মিথ্যা নয়,
আসে না বিপদ তবে একাকী নিশ্চয় ॥ ১৮ ॥

ধিক তোরে অরে মেঘ ! দুরাচার খল !

কি কল হইল বল করিয়া পীড়ন
দুর্গত তপনে ? অহো ! বুঝেছি, কেবল
পরের অনিষ্টে তোর চেষ্টা, আয়োজন ;
বিরহীর প্রাণে ব্যথা দিস্ অনিবার,
যজ্ঞপাতে কত প্রাণী করিস্ সংহার ॥ ১৯ ॥

ধিক্ তোরে অরে ধূর্ত দুঃস্বপ্ন পামর ।
 বারিধির বারি নিত্য তুলি নিজকরে
 দয়া করি জন্ম তোরে দিল দিবাকর,
 কোন্ প্রাণে পীড়া দিস্ তারে অকাতরে ?
 জানি না কি দশা তোর হইবে তখন,
 মহারোষে দেখা দিবে যবে প্রভঞ্জন ॥ ২০ ॥

হ'ল অই রাকাক্ষী আকাশে উদিত,
 হাসিময় মনোহর সুধার আকর,
 ধরতর-ভানু-তাপে মেদিনী তাপিত,
 তাই বুঝি সুধারানি ঢালে সুধাকর ;
 নাশিতে রবির কৃতি চন্দ্রমা-উদয়,
 হেন প্রতিযোগিতাব শ্রেষ্ঠ অতিশয় ॥ ২১ ॥

শীত-অন্তে সঞ্জীবন বসন্ত উদয়,
 তপনের তাপ-অন্তে সুধাংশুকিরণ,
 বেলা-বন হয় বত নদীগর্ভে লয়
 উর্কর পুলিনরূপে দেয় দরশন ;
 আপাততঃ বাহে মোরা করি দুঃখজ্ঞান,
 পরিণামে সুখকর বিধির বিধান ॥ ২২ ॥

কলধৌত-চক্র-সম চন্দ্রমামণ্ডল,
 কাল রেখাবলী তাহে কতই শোভন,
 চন্দ্রাননে নেত্রেপক্ষ্ম কাল ক্রমুগল
 করে না কি কামিনীর শোভা-সম্পাদন ?
 গুপ্তরবে ভূঙ্গরাজ বিরাজে বখন,
 হয় না কি পদ্মিনীর চারুতা-বর্জন ? ॥ ২৩ ॥

ক্ষতি নাই থা'ক চিহ্ন অঙ্গে অনিবার,
 কে বলে কলঙ্ক, সে ত অঙ্গের ভূষণ,
 কর' না হে অন্বনিধি ! কলঙ্ক আমার
 তব জলে চিহ্নগুলি করিয়া কালন,—
 করিল প্রার্থনা হেন শশী কলাবিৎ,
 পূরা'ল জলধি তার বাঞ্ছা লোকাভীত ॥ ২৪ ॥

এ হেন প্রার্থনা যদি না করিবে শশী,
 জলধির জলে মগ্ন থাকি নিরবধি
 কেন না মূঢ়িল তার এ কলঙ্করাশি ?
 কালিতে সমর্থ কিংবা নহে কি উদধি ?
 চন্দ্রমা স্নেহমাশ্রিত জানে জগজন,
 শোভা-হানি হ'লে কতু হাসিত এমন ? ॥ ২৫ ॥

কোথা হ'তে এল অই নীলিমা শশীর ?
 সত্যই কি শশ কিংবা চকিত হরিণ ?
 অলীক এ সব, শুধু কল্পনা কবির,
 শশ মৃগ সব মিথ্যা প্রবাদ প্রাচীন ;
 স্পষ্ট আমি হেরিতেছি অন্ধেতে ইহার
 মসীময় করলিপি বিজ্ঞ বিধাতার ॥ ২৬ ॥

শুন রে মানব !
 - ধন জন ঘোবনের ক'র না গরব,
 অনিত্য এ সব ;
 ক'র না ক'র না
 জ্ঞানের গরিমা, ছাড় বিষয়-বাসনা
 অসার ভাবনা ;
 তব হিত তরে,
 লিখিনু বিধাতা আমি অক্ষর অক্ষরে,
 হের হিমকরে ॥ ২৭ ॥

হ'তেছে উদয়,
 ক্রমে পূর্ণ উপচয়, ক্রমে হয় ক্ষয়,
 ক্রমশ বিলয় ;

যথা চন্দ্রমার,
 বার বার, হেন দশা নিয়তি তোমার,
 জেন এই সার ;
 চঞ্চল যৌবন,
 চঞ্চল এ রূপ তব, চঞ্চল জীবন,
 শরীর মতন ;
 শরীর মতন
 জননে মরণ, পুন মরণে জনন,
 বিধি সাধারণ ॥ ২৮ ॥

কর পরাজয়
 স্তম্ভশন-অসিধারে দেহে রিপুচয়,
 দুই অতিশয় ;
 কর অবিরল
 মলিন হৃদয় তব বিশুদ্ধ বিমল
 উদার সরল ;
 শাস্তিপ্রেমবণ
 মত্যা সনাতন যোগ ধর্ম্ম আচরণ
 কর অনুক্ষণ ;

যাবে দুখভার,
হবে আনন্দ অপার, আসিবে না আর
এ ভবে আবার ॥ ২৯ ॥

সযতনে লিখিলেন বিধি দয়াময়,
ভ্রমেও না দেখে নর থাকিতে নয়ন,
না বুঝিয়া কিন্তু হয় ! প্রকৃত বিষয়,
অকলঙ্ক চাঁদে করে কলঙ্ক রটন ;
লৌকিক অংশ যশে ধিক্ শতবার,
পুংচলী রসনা শুধু প্রসূতি বাহার ॥ ৩০ ॥

আছে কি এ বিশ্বমাঝে শশাঙ্ক যেমন
রূপে গুণে কমনীয় মনোমুগ্ধকর ?
আছে কি পদার্থ হেন পরার্থ-জীবন
পরার্থসাধনে যার কৃতার্থ অন্তর ?
সুখা ঢালি অঙ্গে অঙ্গে চণ্ডী প্রকৃতির
হাসি হাসি শাস্তিসুখ সাধিছে প্রাণীর ॥ ৩১ ॥

আহা কিবা মনোহরা মোহিনী প্রকৃতি
অনিপ্য সুন্দরী দেবী অঙ্গে কত শোভা,
বিশুদ্ধ বিমল বেশ প্রশান্ত-মুরতি,
অনন্ত গন্তীর স্থির মুনিমনোলোভা ;

হেরি এ মূর্তি আজ ধন্য দুনয়ন,
নিরখিল যে না তার বিফল জীবন ॥ ৩২ ॥

উদার অশ্বর ললাট সুন্দর,
 ঘনাবলী চারু অলকদাম,
 শ্যামতরুপত্র বসন বিচিত্র,
 রসনা বিলোল জলধি নাম ;
 আহা মরি মরি ! কি রূপ-মাধুরী
 পান করি করি উদাস মন,
 শাস্তির মূর্তি দেবী ভগবতী
 সামান্য রমণী প্রকৃতি নন ॥ ৩৩ ॥

অরুণ-বরণ ভানুর কিরণ
 নীরদে বিলম্বি কি শোভা তার,
 না না, এ যে ধীর প্রকৃতি দেবীর
 সীমন্তে সিন্দুর ভূষণ-সার ।
 অশ্রু আভরণ করি না দর্শন,
 অপূর্ব দর্শন তথাপি বড়,
 যে হেরিবে রূপ হেন অপরূপ
 হইবে মোহিত, হইবে জড় ;

ভক্তি-উপহারে এ হেন দেবীরে
 বাসনা মানসে সতত সেবি,
 শাস্তির মুরতি সতী ভগবতী
 সামান্য নহে রে প্রকৃতিদেবী ॥ ৩৪ ॥
 জনমনোলোভা কতই যে শোভা
 চন্দ্রাননে অই পীযুষে ভরা,
 বড় সাধ, সুখা পান করি সদা
 এ চাঁদমুখের ত্রিতাপহরা ;
 চাঁদ অভিরাম আননের নাম
 ক্ষুদ্র এ দেবীর আনন তবে
 দূরে অবস্থান বলিবে বিজ্ঞান,
 ক্ষুদ্র দৃশ্যমান তাতেই ভবে ;
 প্রতিপ্ৰীতিকর কিবা মনোহর
 কলধ্বনি অই কি শুনি কাণে,
 বিহঙ্গকূজন এ নহে কখন,
 গাইছে প্রকৃতি মধুর-তানে ;
 অতি ভক্তিভরে সুমধুর-স্বরে
 গাইছে বিভূর মধুর গান,
 বহে অবিরল সুগন্ধ নীতল
 আনন-অনিল ত্রিলোক-প্রাণ ;

রমণী-রতন ভবে অতুলন
 বিলাসবিভ্রম জানে না কভু,
 শাস্তির মুরতি সতী ভগবতী
 নহে রে সামান্য প্রকৃতি স্বভূ ॥ ৩৫ ॥
 স্তবর্ণভূষণ করে না ধারণ
 আদরের ধন ললনাকুলে,
 সূচারু কুণ্ডল বরণ উজ্জল
 শ্রবণযুগলে নাহিক ছলে ;
 কণ্ঠভূষা হার দেখি না ইহার,
 বহে না নিতম্ব কাঞ্চীভূষণ,
 অমূল্য রতনে খচিত যতনে
 নাহি পরিধানে সূক্ষ্ম বসন ;
 শোভা বিমোহন তথাপি কেমন,
 তথাপি কেমন মোহন সাজ,
 শাস্তির মুরতি স্তন্দরী প্রকৃতি
 সামান্য নহে রে বুঝি আজ ॥ ৩৬-৩৭ ॥
 নব অনুরাগে কুসুমের রাগে
 করে না রঞ্জিত চারু চরণ,
 গন্ধবিলেপন দেহপ্রসাধন
 জানে না চন্দনচর্চা কেমন ;

তথাপি কেমন শিরীষ-প্রসূন-
 সুকুমার-কায় সৌরভময়,
 শাস্তির মুরতি দেবী ভগবতী
 সামান্য রমণী প্রকৃতি নয় ॥ ৩৮-৩৯ ॥
 প্রকৃতি জরতী কেহ বা যুবতী
 কিশোরী কেহ বা বালিকা বলে,
 যথার্থ বিচার করিতে ইহার
 নাহি হেন জন জগতী-তলে,
 নাহি হেন জন করে নিরূপণ
 প্রকৃতিদেবীর বয়স কত,
 রূপে বিমোহিত তথাপি সতত
 স্ববির যুবক কিশোর যত ;
 ভক্তি-উপহারে হেন দেবতারে
 বাসনা মানসে সতত সেবি,
 শাস্তির মুরতি সতী ভগবতী
 সামান্য নহে রে প্রকৃতিদেবী ॥ ৪০ ॥
 রূপে গরবিনী ভূষণশালিনী
 যুবক-রমণী যুবতী যত,
 ওহে যুবজন যুবতী-রমণ ।
 এ'স স্বরা করি তোমরা শত ;

নাহি অলঙ্কার, শ্রীঅঙ্গ ইহার
তথাপি কেমন শোভিছে দেখ,
সুবর্ণ-ভূষণ শোভা-নিকেতন,
এ কথা অলীক মনেতে রে'খ ॥ ৪১ ॥

তোমরা যুবক ! প্রকৃতি-সেবক
হও, ইথে নাহি নিয়ম-বিধি,
চরণে শরণ লও অনুক্ষণ,
মিলিবৈ রতন অমূল্যনিধি ;
প্রমদা প্রকৃতি নানারূপে সতী
পূরাবে কামনা, কামনা বারি,
তোমরা যুবতি ! যদি অনুকৃতি
কর, তবে হবে আদর্শনারী ॥ ৪২ ॥

কাহার নন্দিনী ইনি কাহার বনিতা,
কোন্ কুল সমুজ্জ্বল জনমে ইহার,
কোথা বা আছয়ে পতি, কোথা মাতা পিতা,
জানিতে বাসনা যদি, শুন বলি সার—
জনক জননী নাই, কিন্তু বর্ত্তমান
আছে পতি অবিনাশ পুরুষ-প্রধান ॥ ৪৩ ॥

পরব্রহ্ম সনাতন নিরীহ অব্যয়,
 প্রকৃতি অব্যক্তরূপা অনাদিনিধন,
 সমীভূত-সদ্বরজস্তমোগুণক্ষয়,
 পতিরূপে পরমেশে করিল বরণ ;
 পতি সতী উভয়ের শুভ সংমিলন
 জড় জীব জগতের স্বজনকারণ ॥ ৪৪ ॥

যথা সতী তথা পতি সদা বর্ত্তমান,
 সঙ্গ ছাড়া কেহ কারো নহে ক্ষণকাল,
 যেই পত্নী পতি সেই অভিন্ন পরাণ,
 উভয়ে অভেদ, তবু প্রভেদ বিশাল ;
 অদ্বুত রহস্য আমি বুঝিতে অক্ষম
 পাপেতে মলিনচিত্ত অজ্ঞ নরাধম ॥ ৪৫ ॥

অজ্ঞাত খনির মাঝে বিরাজে যেমন
 স্তরে স্তরে ধাতু, কেহ দেখিতে না পায় ;
 কিংবা জানে না বিরহ, রহে অনুক্ষণ
 ব্যাপিয়া তাড়িত যথা জলদের গাফিলত
 অঙ্গে অঙ্গে মহাদেবী প্রকৃতি সতীর
 বিহরে তেমতি মহাদেব অশরীর ॥ ৪৬ ॥

নম নম ভগবতি বিশ্বস্বরূপিণি !

আদ্যা শক্তি মহাদেবি ! বিশ্বের নিদান,
জয় জয় ব্রহ্মময়ি আত্মবিনোদিনি !

বল বল কৃপা করি বিভুর সন্ধান,
দেখাও দেখাও দেবি ! দেখাও তাঁহায়,
লভিয়াছ দেহে প্রাণ যাঁহার কৃপায় ॥ ৪৭ ॥

তোমায়—তোমায় শত সহস্র প্রণাম

শব্দগুণশালী অয়ি অনন্ত গগন !
অনন্ত বিভুর গুণ গাও অবিরাম,
কৃপা করি কর্ণামৃত করহ সিঞ্চন,
গাও দেব ! গাও শুনি, আকৃতি কেমন,
কেমন প্রকৃতি তাঁর, কে বা প্রিয়জন ॥ ৪৮ ॥

নমস্তে পবনদেব জগতের প্রাণ !

যাও বিভুর সদন, করি এ মিনতি,
ত্রিলোকে অগম্য তব নাহি কোন স্থান,
স্পর্শগুণশালী তুমি ওহে সদাগতি ;
পরেশের পুণ্যময় পরশ লভিয়া
হর মম রজোরাশি গাঢ় আলিঙ্গিয়া ॥ ৪৯ ॥

নম নম বিভাবস্থ দেবজ্যোতির্ময় !

রূপে গুণান্বিত তুমি তিমিরনাশন,

প্রবেশি অন্তরে মম হর তম্ভয়,

তব গুণে রূপবান্ নিখিল ভুবন ;

হর মম তম, আর এই ভিক্ষা চাই,

বিভুর স্বরূপ যেন দেখিবারে পাই ॥ ৫০ ॥

নমি আমি অম্বুদেব ! নমি ষোড়করে

ধবল শীতল তুমি রস-গুণময়,

বিমল দর্পণরূপে দেখাও সত্বরে

প্রতিবিস্ত্র প্রাণেশের, বিলম্ব না সয় ;

তা'ও যদি না দেখাবে, রাখিব না আর

ভবদাবানলে দগ্ধ এ দেহ আমার ॥ ৫১ ॥

নমি আমি ক্ষিতিদেবি ! নমি গো তোমায়,

ফল-শস্যরূপে তুমি জীবন সবার,

স্বর্ণ তুমি, তুমি রত্ন, তুমি শৈলকায়,

অনন্ত তোমার রূপ, মহিমা অপার ;

কহ কোথা প্রাণেশের প্রিয় নিকেতন,

দেখিয়া মনের সাথে যুড়াব জীবন ॥ ৫২ ॥

প্রকৃতির পঞ্চ অঙ্গ মহা-প্রেমভরে
 হৃদয়-কুসুমে যুবা করিছে অর্চন,
 অকস্মাৎ কঠুরোধ ! না জানি অন্তরে
 ভাবাস্তুর কিবা, জলে প্রাবিল নয়ন,
 প্রাবিল নয়ন-জলে বদনমণ্ডল
 হৈমন্ত শিশিরে যথা প্রভাতকমল ॥ ৫৩ ॥

চিন্ময়ে তন্ময় যুবা, নিষ্পন্দ নীরব,
 গগন-নিহিত-নেত্র, চৈতন্যবিহীন,
 প্রহরেক পরে, যেন লম্বকায়-শব,
 হ'ল ভূতলে শয়ান মহাযোগাসীন ;
 ধ্যানে মগ্ন যোগিবর মুদ্রিত-নয়নে,
 মুদ্রিত ইন্দ্রিয় যত, প্রবেশিয়া মনে ॥ ৫৪ ॥

ঘটে না ইহার যেন ধ্যানেতে প্রমাদ—
 করুন্ দেবাদিদেব এই আশীর্বাদ,
 ইন্দ্রের আদেশে যেন সুরাঙ্গনাগণ
 পাতিয়া যৌবন-কাঁদ না ভুলায় মন,
 হয় যেন বিধি শিব সহ নারায়ণ
 সহস্রকমলদলে আত্মার মিলন,

সিদ্ধ শুদ্ধ মুক্ত আত্মা আনন্দে মগন
চন্দ্রসূর্যালোকে যেন করে বিচরণ ॥ ৫৫ ॥



